ঋতুমঙ্গল।

শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি, এ,

সম্পাদিত।

১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
শ্রীহৃষীকেশ মিত্র
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৩। রাস-পূর্ণিমা
উলীপুর। রঙ্গপুর।

প্রিণ্টার—শ্রীকুল
শাস্ত্রপ্রচার
৫নং, ছিদামমু
কলিকা

উৎসর্গ

“সন্ধ্যাতারা”র কবির শ্রীচরণকমলে
ভক্তি নিবেদন।

ঋতুমঙ্গল।

ঋতুরাণী।

নিদাঘের ঘোর পিঙ্গলরূপ, বরিষার ঘননীল,
শরতের শোভা জ্যোৎস্নাধৌত অবদাত অনাবিল :
শ্যামল স্নিগ্ধ হেমন্ত শোভা, শীতের আ-পীত রাগ,
মাধবের রূপ তাম্র পাটল, উড়ে ফুলরেণু ফাগ ;—

আম্র জম্বু মুকুলে কষায়, তিক্ত নিম্ব ফুলে,
অম্ল আঙুরে, কটু লবঙ্গে, দারুসিতা তাম্বূলে
বধূর অধরে মধু মদ ধারা কুসুম পাত্রে সীধু ;—

নব বরষার আসার জনিত গন্ধ সে মৃদু মৃদু,
চাঁপায় বকুলে উগ্র মাদক, ধূপের গন্ধ পূত
পীতচন্দন উশীরে স্নিগ্ধ গন্ধ যা, অনুভূত ;—

দখিন অনিল অঙ্গে যা' আনে মঞ্জরী শিহরণ,
তরুছায়া আর জ্যোছনা যা' করে শ্রমজলনিবারণ
পূরবের যেই পবন, কদম ফুটায়রে প্রাণে প্রাণে,
অরুণ কিরণ উত্তর-বায়ু-বেপথু থামায়ে' আনে ;—

গগনে 'ফটিক জল' ক্ষীণ ডাক,—গুরু গুরু মুহু মুহু
রুণু রুণু, শন্ শন্, কল কল, ঘুঘু ঘুঘু, কুহু কুহু,—
রচে রূপে রসে গন্ধ পরশে মোহন প্রতিমা খানি,
বরষ কল্প তরুজাত-ভূষা পরিহিতা ঋতুরাণী।

চোখে মরীচিকা, চপলার মালা মেঘে রচা বেণীটিতে
কাশের শুভ্র বসনে ভূষিতা, শ্যাম শালি কাঁচলীতে ;
শস্যে, পত্রে, সরিষার ফুলে, হারিদ অঙ্গরাগ,
বাঁধুলী পারুলে চারু কিসলয়ে চরণে আলতা দাগ ;

হস্তে তাহার লীলারবিন্দ, কুন্দ অলক 'পরে,
লোধ্রের ফুলে গণ্ড তাহার পাণ্ডুর শোভা ধরে ;
চূড়া পাশে তার নব কুরুবক, কর্ণে শিরীষ দুল,
চারু সীমন্তে পুলকাঞ্চিত শোভিছে কদম ফুল।

ঋতুমঙ্গল সঙ্গীত তা'র গা'ব সে পুরাণো তানে
পুরা কবিগণ-পদতলে বসি চরণামৃত পানে।

বর্ষবরণ

(ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে)

বন্দে জগদ্বন্দ্য নবীন রম্য।
এস—মন্দাকিনী—শীকর—সুপ্তিভঙ্গে,
অশ্বত্থনিম্বাশ্রিত শৈত্য সঙ্গে,
শ্রীখণ্ড-কাশ্মীর-উশীর অঙ্গে,
চম্পাশিরীষস্মিতবক্ত্র, সৌম্য॥

কর'—দুঃখী কৃপার্থীজন-সন্নিধানে,
পীযূষ নিস্যন্দিত দৃষ্টিদানে,
নৈরাশ্য-দগ্ধম্রিয়মান-প্রাণে
সঞ্জীবনানন্দ সুধাধিগম্য॥

এস—নির্ম্মস্থদাবানল দগ্ধ-পর্ণে,
বৈশাখ-ঝঞ্ঝা-রবিপিঙ্গবর্ণে,
দ্বন্দ্ব-দ্বিধা-রোগ-বিমোহ-জাড্য—
বীজাণুপুঞ্জে দহি' রুদ্র নম্য॥

ঋতুসংহার ও কুমারসম্ভব

(১)

মত্ত করি করভকে, ফুল্লকরি' কুরুবকে,
বসন্ত আসিল চারিদিকে ;
এক পাত্রে মধুব্রত, প্রিয়া সহ পানে রত,
কানন ভরিল শুকপিকে।
রুধিয়া ইন্দ্রিয় গণে, উপবেশি' যোগাসনে,
মগ্ন তুমি মহাসাধনায় ;
কর্ণে দুল কর্ণিকার, গলে বনফুলহার
উমা তব অর্ঘ্য আনে পায়।

(২)

সহসা ভাঙ্গিল তপ, জ্বলে গেল দপ্ দপ্
অকস্মাৎ তৃতীয় নয়ন ;—
শুষ্ক পত্র মর' মর', নিদাঘ আসিল খর,
ভস্ম হলো মকরকেতন।
বহ্নি কুণ্ড মধ্যগতা, উমা তপস্যায় রতা
সূর্য্যপানে রাখি দুই আঁখি ;
তরু পর্ণ হিমবারি, তোমা লাগি তাও ছাড়ি
অস্থি চর্ম্ম আছে তার বাকী।

(৩)

বরিষার বারি ঝরে, শুষ্ক ধরণীর পরে,
চাতকীর দীর্ণ কণ্ঠ মাঝে ;—
তপঃ শীর্ণা গিরিজারে, তুমি এলে ছলিবারে,
নীরদের কুহেলির সাজে !
জল ভরা টল মল, আঁখি তার ছল ছল
পূর্ণ হ'লো চির মনোরথ।
তোমার করুণাধারা ঝরিল বাঁধন হারা,
চপলাচকিত বনপথ।

(৪)

আসিল শরৎ সিত, চারিদিক আলোকিত
ভরিল মরালে ফুলে কাশে ;
শুভ্র কৈলাসের পরে লীলা শতদল করে
গৌরী আজি হাসে তব পাশে।
সুরভি লহরী ঠেলি, অবিশ্রান্ত জলকেলি,
রচে মীন মেখলা সুন্দর !
মরকত শিলা মাঝে উমার নূপুর বাজে
সিংহ পায়ে দুলায় কেশর।

(৫)

হেমন্ত আসিল ধীরে, মধুর সঙ্কোচ ঘিরে
শেফালির আরক্ত বয়ানে ;
পাণ্ডুর বদন খানি তুলিয়া তোমার রাণী
চাহে লজ্জাবিনম্র নয়ানে।

শস্যগর্ভা শালি সমা দাঁড়ায়ে সে মনোরমা
দোহদ লক্ষণ সারা গায়।
পল্লবিনী অঙ্গলতা, পীণ শ্রোণিভারানতা,
শ্যামাঞ্চলে জড়ায়েছে কায়।

(৬)

শীত এল পথে ঘাটে, স্বর্ণ শস্য মাঠে মাঠে,
শঙ্খ বাজে উটজ প্রাঙ্গনে।
লাজ বর্ষ গেহে গেহে, কলহর্ষ দেহে দেহে
রোমাঞ্চ ফুটায় ক্ষণে ক্ষণে।
হলুদ কাজল মাখা দুকূলেতে আধ'ঢাকা
কুমারে সে কোলটি উজল;
উমা হাসে তব পাশে তোমার নয়নে ভাসে
শিশিরাশ্রু পুলকচঞ্চল।

চিরমিলন।

নিদাঘে তোমারে, স্বামি, কেমনে ছাড়িব আমি
দাহে যেগো পুড়ে হ'বো ছাই;
শীতল চরণ বিনা, কেমনে বাঁচিবে দীনা
ভুবনে শরণ যার নাই।
পাখা খানি ধরি' করে, বসিয়া শিয়র পরে
যদি নাহি করগো ব্যজন,

শীতল আঙুল দিয়ে, নাহি দাও বুলাইয়ে
অন্ধ হবে অনিদ্র নয়ন।

বরিষার দিনে, প্রিয়, হৃদি পরে বরণীয়
রক্ষণীয় পরাণের পুরে,
দুর্য্যোগ তামসী নিশি, কাঁপিবে যে দশদিশি
কেমনে তোমারে রাখি দূরে ?
গৃহ খানি নিরজন, শুনি মেঘ গরজন
আতঙ্কে যে শিহরিবে কায় ;
কাহারে আঁকড়ি ধরি, আঁধারে শয়ন পরি
অভয় লভিব বল হায় ?

শরতের দিনে, প্রভু, ছাড়িতে পারি কি কভু ?
জ্যোৎস্নায় ভাসিবে ধরাতল,
তব কোলে রাখি শির পিয়ে সেই সুধানীর
শুনিব পাখীর কল কল।
উৎসব বাঁশরী বাজে, গেহে গেহে হিয়া মাঝে,
সবে চুমে প্রিয়ের বয়ান।
জনগণ কোলাহলে মায়ের দেউল তলে
মোর কিগো হবে বলিদান ?

হেমন্তের দিনে, বঁধু, হে মোর জীবন-মধু,
তোমারে ছাড়িব কোন্ সুখে ?
শ্যামে ভরে' যাবে ধরা রাসে বিশ্ব রসভরা
মোরি শ্যাম রহিবে না বুকে ?

শেফালি পড়িবে ঝরি'   আমি বা কাহারে ধরি ?
তারি সাথে পড়িব যে ঝরে'।
এ নারী-জীবন মম   শুকা'বে নীহার সম
তুমি যদি নাহি রাখ ধরে'।

হে নাথ, শীতের দিনে   বাঁচিব কি তোমা বিনে
কে দিবে গো তাপ আর আলো ?
হে মোর অরুণ নব   করুণা কিরণ তব
মুখে চোখে যদি নাহি ঢালো ?
ভালে গণ্ডে ঘনশ্বাস   উষ্ণ তব বাহুপাশ
তপ্ত চুমা অধর পাতায়,
হৃদয় কুলায় ছাড়া   পাখী হবে প্রাণ হারা
দেখিবে পালক উড়ে যায়।

বসন্ত বাসরে, সখে   মল্লিকা চম্পকে বকে
ধরণী হাসিয়া হবে সারা,
তুমি যদি কাছে রহি'   ব্যাকুল কামনা সহি,
আমারে না কর' আমি-হারা ;
তা'হ'লে দেখায়ে দিও,   এ মিনতি পায়ে প্রিয়,
দীঘির গভীর কালোজল,
কোকিল মরিবে কেন,   আমারে পাঠায়ো যেন
পত্রপুটে ফণীর গরল !

নি দা ঘ

নিদাঘ।

(ক)

মধু যামিনীর প্রণয়োৎসব-মদিরাপাত্র ভাঙি',
দীর্ঘশ্বসনে মরীচিকা জ্বালি' কাতর বিদায় মাঙি',
শুষ্ক চম্পা মালার পুষ্প ছড়াইয়া পথে পথে,
লয়ে ধনুঃশর রক্ত কেতন মাধব ফিরিছে রথে ।

আর-পথ দিয়া আসিছে নিদাঘ উদাস নয়নে চাহি',
'বাহারের' তান না যেতে মিলায়ে 'দীপক'রাগিনী গাহি',
অঙ্গে শিরীষ ওড়না জড়ায়ে উড়ায়ে পাটল রেণু,
বনমরমর বীথি বাহি' ঐ বাজায়ে বিরহ বেণু।

বসন্তস্মৃতি শ্বসিয়া বেড়ায় নিম্বের কটু ফুলে,
ঘুঘুর উদাস আতুর ধ্বনিতে ব্যাকুল কণ্ঠমূলে ।
মাধবী রাতির মদিরা নেশায় চরণ আজিকে টলে,
শ্লথ ভূষা বেশে অলস আবেশে পড়িয়াছে সবে ঢলে' ।
রজনী জনিত গুরু প্রজাগর-রাগ-কষায়িত আঁখি ;
ঢুলিয়া পড়েছে তরুণ তরুণী তরুমূলে শির রাখি' ।

কে ওই হারিদ-উষ্ণীষ শিরে, শিথিল সুনীল বাস,
'গোলাপে'র মত রাঙা গাল তাপে. ছাড়িল আশার শ্বাস !
মরু নির্ঝরে 'ইরাণী' রূপসী ভরি' লয়ে হেম ঝারি,
তরুণ পথিক অঞ্জলি 'পরে ঢালি' দেয় শীত বারি।

মিঠে 'সরবৎ' নিয়ে আয় সাকি, তরমুজ রস ছানি'
স্ফটিক-পাত্রে নিঙাড়িয়া আন আঙুরের মধু-পানি।
'বিমেনের' এলা দারুচিনি দিয়ে রচে' আন্ তাম্বূল,
'হদ্রমঠের' মৃগমদবাসে 'দীল' কর 'মশ্‌গুল'।
'আদীনের' বন উপবন শ্যাম বল্লী বিতান হ'তে,
'গুলের' বক্ষে আন বুল বুল খর্জ্জুর বীথি পথে।
'আসমানী' রঙ 'ওড়না' উড়ায়ে ভুর ভুর হেনা বাসে,
আয়, আয়, বাঁধ, 'ওমানের' চারু মুক্তামালার পাশে।
দশ শত এক 'আয়েষা' 'লয়লা' 'কাসিদা গজল' গানে
ঘিরেঘিরে নাচ, ফিরেফিরে আয়, 'তর' করে'দে'রে প্রাণে।

'মেহেদি' পাতায় রঞ্জিত কর, চূয়ারসে আঁকা ভুরু,
কর্পূর আর কস্তুরীবাসে হিয়া নাচে দুরু দুরু।
পাকা দাড়িমের মতন গণ্ড, গোলাপী কাজল চোখে
হুরী লোক হ'তে চামর ঢুলা'য়ে আয় আয় নর লোকে !
খুলে দেরে আজি 'শীষমহলে'র সব বাতায়ন গুলি,
জোছনা নিশীথে যমুনার জলে তরীখানি দেরে খুলি'।
'তাজমহলের' সোপানে লভ'রে শীতল শয়ন সুখ,
সব স্নানাগারে দে'রে দে খুলিয়া স্ফটিক উৎসমুখ।

কুঙ্কুম রাঙা 'গালিচা'র পরে 'বসোরা' গোলাপ আনি',
বিছাও, ছিটাও,—'পিচকারী' করি' ছুটাও গোলাপী 'পানি'।
আজি এ নিদাঘে সকল কুণ্ঠা, গুণ্ঠন দাও ফেলি'
প্রকাশ করগো তনুর তনিমা মিছে আবরণ ঠেলি'।
এলাইয়া দাও চিকুরের ভার ;—মেখলা শিথিল করি'
মুক্তার চূণে রচা তাম্বূল-সুরসে কণ্ঠ ভরি'।

দাহ দৈত্যের হাত হতে আজি কূপমাতা নানা ছলে,
লুকাইয়া রাখে সুধার ভাণ্ড বুকের আঁচল তলে,
কণ্ঠের তৃষা মিটাতে তথায় তরুণ তরুণী জুটে,
জননীর স্নেহ আশীষের ছায় হিয়ার তৃষাও টুটে।

অমৃতাঞ্জন শলাকার মত প্রিয়ের আঙুল গুলি,
পরশে, প্রিয়ার জ্বালাময় আঁখি ঘুমঘোরে পড়ে ঢলি'।
কাতর অঙ্গ ঢলে' ঢলে' পড়ে, স্খলিত মেখলা হার,
প্রিয় করে রচা মেখলা মালিকা ধরে তারে বার বার।
ব্যজন করিছে প্রিয়, সুষুপ্তা প্রিয়ার শিয়র 'পরে
শৈত্য পরশে সহসা প্রেয়সী আঁখি মেলে লাজে মরে।

আজিকার দিনে পরীর খেলায় গৃহে গিরিবনে দূরে
নরনারী প্রেম গোলক ধাঁধাঁয় পথ ভুলে' ভুলে' ঘুরে।
মন্দাকিনীতে তরী বেয়ে আজ দেবতা এসেছে নামি'
ডুবি' আকণ্ঠ মানস সরসে রহিয়াছে দিবাযামী।

ভোগবতী হ'তে নাগবালা উঠি' মিলিয়াছে তা'র সাথে
জলকেলি করে হাসিয়া হাসিয়া ধরি' তা'র দুটী হাতে।

অসহ কবচ আজিকে অঙ্গ করিয়াছে পরকাশ
উষ্ণীষ আজি করেছে প্রকট কুঞ্চিত কেশপাশ।

অশ্ব পশেছে মন্দুরা মাঝে, হস্তী সে গৃহে তা'র !
যোদ্ধা আজিকে ফেলেছে হারা'য়ে অসি-তূণ-তরবার।
প্রিয়ার হসিত গণ্ডের কূপে ডুবিয়া মরিবে বীর,
অলক পবনে ঘুচা'বে তাহার ললাটের শ্রমনীর !
শরীর ছাড়িয়া প্রাণমন সব বেড়ায় পরীর দেশে,
অরাতি আসিয়া ভিতর বাহির জয় করে হেসেহেসে।

(খ)

দূরদিগন্তে গত বসন্ত, কোকিল তবুও ডাকে
রহি' রহি' ঐ নিম্বের শাখে, তমালের ফাঁকে ফাঁকে।
মকরকেতন মাধবের সাথে জিনিয়া বিশ্বখানি
রেখে গেছে তা'রে প্রহরী করিয়া ঘোষিতে বিজয়বাণী।

কে ওই রমণী লতা মণ্ডপে শিলাতলে ফুলশেযে ?
লীলারবিন্দ পড়িছে ঝলসি' নিশ্বাস দাহতেজে।
সখীগণ ঢালে গোপীচন্দন—পল্লবরস গায়
নলিনীপত্রে চলিছে ব্যজন তবু না তৃপ্তি পায়।
দূরে গেছে সব লজ্জা, জড়িমা, গিয়াছে সজ্জাভার,
উশীরবিলেপ সরসিজ রেণু ঠাঁই নেছে আজি তা'র।

কুমুদের মালা, মৃণালের বালা, অগুরু পত্র-লেখা,
আজিকে হয়েছে ভূষণ, শোভিছে স্বেদজলে বলীরেখা।
শিরীষফুলের অবতংসটী কর্ণোৎপল দু'টী
গণ্ডের তাপে দিবসের দাহে ঝলসিয়া পড়ে লুটি';
শিলার পট্টে লুটায় রমণী ত্যজি' রাঙ্কব শেষ
কদলী বিতানে জুড়ায় কেহবা দেহের দাহের তেজ।
শ্বেত মর্ম্মর শীত শিলাতলে হংস কাকলী জিনি'
তুলি' রুণুঝুনু মঞ্জীর ধ্বনি পদ ফেলে গরবিনী!
মণি কুট্টিম রাঙাচরণের চুমিয়া লাক্ষারাগ,
এঁকে লয় বুকে শিহরি' শিহরি' অরুণ চরণ দাগ।
শ্যামা রমণীর অলস লুলিত দুর্ব্বল দেহলতা,
অশিথিল পরিরম্ভে আজিকে লভিছে সার্থকতা।

ইন্দ্রনীলের মত ঢলঢল চঞ্চল ঢেউ তুলি'
কূজন ব্যাকুল স্ফীত কম্পিত কপোত কণ্ঠগুলি,
স্ফটিক স্তম্ভ উপরে মিলিয়া ধারাযন্ত্রের পাশে,
অভিমানিনীরে করে চঞ্চল নিষ্ঠুর পরিহাসে।
কনক মরাল কণ্ঠ বেড়িয়া কোন্ বিদর্ভনারী
তাপিত হৃদয় করিছে শীতল মাখিয়া পাথার বারি?

আজি এ নিদাঘে অচ্ছোদ-কূলে তাপসের পরাজয়,
একাবলী সাথে অক্ষ-মালিকা হয়ে যায় বিনিময়।
এলায় দুকূল বনবালা কুল অপ্সর-সর ঘাটে,
তরুণ শিকারী রাজার তনয় চঞ্চল বনবাটে!

যমুনার জলে আজি গোপনারী অন্তর দেহদাহে
মিছে দেরী করি' আনিয়া সন্ধ্যা পরাণ জুড়াতে চাহে।
কদমের মূলে আসিতে ছলকে সলিল কনকঘটে ;
যমুনার ঢেউ ফিরে ঘুরে যায় আঘাতি উরোজ তটে !

ডান হা'তে তব চামর-পত্র বামে ঘটভরা বারি,
নিদাঘের দিনে দেবী হয়ে তুমি এসেছ গো পুরনারী !
মিছে তৃষ্ণার ছল করে' আমি ফিরি যে আকুল বুকে,
সাধ যায় হই আম্রের শাখা তব কলসের মুখে।

প্রিয়ার কণ্ঠে দুলিতেছে হার, বক্ষের প'রে লুটে,
যেন মর্ম্মর সোপানে সোপানে রোহিতের শ্রেণী উঠে।
এলায়িত তা'র চিকুরের মেলা যেন শৈবালরাশি,
সরসীর বুকে কলতরঙ্গ মুখে উজ্জ্বল হাসি।
খেলিছে শফরী কেলি-চঞ্চল নীলপদ্মের পুটে,
কনককুম্ভ দুলে তরঙ্গে—চরণ-পদ্ম ফুটে।
বাহুর মৃণালে, মরালকণ্ঠে হিরণ ভূষণ বাজে,
গৌরবরণ চাঁদের জোছনা উজ্জ্বল হয়ে রাজে।
যৌবন তটে বাঁধা লাবণ্য-সরসীর শীত বুকে
আজি এ নিদাঘে সাধ হয় শুধু ঝাঁপ দিয়ে পড়ি সুখে।

আজি মদকল সারস মরাল পাখার সলিল দিয়া,
সজীব সরস করিয়া রেখেছে পুণ্ডরীকের হিয়া।

সুনীল আকাশ তারা দীপভরা চন্দ্রাতপের তলে,
রচিয়া রেখেছে নিশার আগার শীতল শষ্পদলে।
ইন্দুকিরণ ঝরণায় নিতি প্রাণভরে করি স্নান,
বেঁচে রয় কবি চন্দ্রকান্ত-মণিজল করি পান।
আলবালে আজি সেঁচিতে সলিল দেহে জাগে কাতরতা,
তরুশাখে কিবা ফুটিবে আশীষ, সার্থক করি ব্যথা।
আজি জীবলোক সারা বরষের স্মৃতির শষ্পদলে
করে রোমন্থ নয়ন মুদিয়া নিদাঘের ছায়াতলে।

পূর্ব্ব পুণ্যে যদি বা ইন্দ্র দিতে চায় আজি বর,
চেয়ে লই তবে কদলীকুঞ্জে আজি একখানি ঘর!
তুষার-প্রাচীর, উশীরের ছাওয়া, চন্দন কাঠে গড়া,
শীত মর্ম্মরে কুট্টিম রচা, কমল গন্ধে ভরা।

সঙ্কোচভয়ে আছিল যে বধূ শিশিরে বেপথুমতী,
মধুমাসে কা'র পরশ লভিয়া হ'ল রোমাঞ্চবতী!
আজিকে তাহার শীতল ললাটে তপ্ত শ্বসন পড়ে।
প্রিয়ের উষ্ণ পাটলচুম্ব—তাহার বিম্বাধরে!
কিছুদিন পরে স্বেদজলে তনু অবশ হইবে তা'র,
অভিমানে আঁখিসলিল ঢালিতে হবে বুঝি অধিকার!

(গ)

নীরবে নিভৃতে সেবাপরায়ণা স্নেহছলছল আঁখি,
ধূধূসৈকত-শুভ্রবসনে জ্বালাময় তনু ঢাকি'

নিদাঘ তটিনী বহে ধীরে ধীরে হিন্দু বিধবানারী,
স্তন্য নাহিক, কাঁখে আছে তবু ঘটভরা শীতবারি।
রূপ যৌবন দহিয়া ফেলেছে হৃদয়ের চিতানলে,
নির্ম্মল শীত শুভ্র যা' কিছু বহিছে মরমতলে।

কর্ম্মক্ষেত্রে সহি' শত জ্বালা, লাঞ্ছনা শিরে শত,
ছায়াময় তরুগুলি আজিকার, বঙ্গসুতের মত,
বিবরে, কোটরে, ঘন পল্লবে, কুলায়ে, ছায়ার তলে,
পোষিতেছে ক'টি অসহায় জীবে লুকায়ে' নয়ন জলে।
অজ্ঞ সরল তা'রা ত জানেনা তরুর বেদনা কত,
কালবৈশাখী ঝঞ্ঝায় কোথা বক্ষ হয়েছে ক্ষত!

হ্রদের বক্ষ শুকায়েছে আজ শফরী পঙ্কে লুটে,
অতিদানে সাধু হয়েছে নিঃস্ব অন্ন নাহিক জুটে।
অরুণকিরণকনক চিত্ত আজি মৃত্তিকা সার,
প্রাণ ভরে' দীনে দিতে যে পারেনা তাই করে হাহাকার
বুক চিরি' শেষবিন্দু শোণিত তাহাও বিলায়ে হায়,
এখন কেবল দুখ হেরি' তা'র বক্ষ ফাটিয়া যায়।

প্রাঙ্গণপ'রি পুণ্যতরুটী, ঝলসিত তা'র পাতা,
প্রান্তরমাঝে পথিকের লাগি' কে পুড়ায় ঐ মাথা?
করুণাপ্রবণা কমলাম্বিকা ওগো ভারতের নারী,
কোশা হ'তে তব দাওগো একটু ঝারার গঙ্গাবারি।

ভারতের নদী পুণ্যসলিলা—বুঝে প্রত্যয়হীন,
আর বুঝে সে গো অশথের মাঝে কি দেবতা আছে লীন।

নদী হ্রদে আজি নামেনি চাতকী, তা'রে তবু দূষিও না,—
বারিকণা সাথে দিতে কি পারিবে তা'রে তুমি প্রেমকণা ?
হেলাভরে সেত ঘুরেনা আকাশে ত্যজি' নদীহ্রদবন,
নিয়ে গেছে সে যে কণ্ঠ ভরিয়া জগতের আবেদন।
প্রিয়ের সকাশে হতাশ হ'লেও প্রার্থনা ভাল তবু,
অন্যের কাছে না চাহিতে পাওয়া তাও ভাল নহে কভু।

ত্রিলোকরমার মণিদর্পণ বাপীর স্বচ্ছ নীরে,
ডুবিয়া তপ্ত প্রতিবিম্বটী আসিতে চাহেনা ফিরে'।
অলস আবেশে সিন্ধুবেলায় উদাস পরাণে আজি,
হেলায় খেলায় বেড়ে যায় রাতি গণিয়া লহরীরাজি।
অঙ্গ এলায়ে শ্রান্ত তাপিত পান্থ, অশথ মূলে,
উন্মনা আজি অলস পবনে যাত্রা গিয়াছে ভুলে'।

ঝিল্লীমুখর পল্লীকাননে রসালের চারি ধারে,
আরতি করিয়া গুঞ্জরে অলি দু'পল ছাড়িতে নারে।
তাল, নারিকেল, তরমুজ আর রসালের হৃদিপুটে,
স্নেহের দুগ্ধে জাত ক্ষীর পূরি' ধরা ধরিয়াছে মুঠে।
তালীবন ঘেরা দীঘির সলিলে ছায়াগুলি নোয় মাথা,
আলসে নামিয়ে আসে কালো চোখে যেন গো নয়নপাতা !

পল্লীমায়ের পীযূষ স্তন্য টলমল তাহে জল,
ডুবে রহি তা'য়, অথবা নয়নে পিয়ে নিই অবিরল!

দাহের গরলে সুনীল জম্বু ডুবে ডুবে তা'য় মরে,
বধূরা তথায় দিনের ক্লান্তি বিরহ-শ্রান্তি হরে!
সরসীর বুকে প্রতি তরঙ্গে মা'র যেন পাই সাড়া,
পূর্ণকুম্ভ-পয়োধর-মুখে ঝরে পীযূষের ধারা!

কলস ছলকি' জল ভরি' সাঁঝে কৃষক বধূটি ফিরে,
মাঠ হ'তে গৃহে ফিরিছে কৃষক শ্রান্ত সে ধীরে ধীরে!
চলিছে নীরবে চতুর যুবক শব্দ করে না পায়,
পাছে সে রমণী লাজ চমকিতা আগে যেতে নাহি চায়!
সিক্ত বসন-শীতল-পবনে জুড়ায় শ্রান্ত হিয়া,
তৃষায়ত আঁখি তৃপ্ত তাহার সিক্ত সে রূপ পিয়া।
কণ্ঠের তৃষা আকুল হইয়া হৃদয় অবধি ছুটে,
গ্রামপথে সেই চরণের দাগে তাপিত মর্ম্ম লুটে।

পিয়াল তরুর মঞ্জরীরেণু ফেলেছিল চোখ ঢাকি,
নমেরুর তলে মৃগ-কদম্ব আজি মেলিতেছে আঁখি।
হিন্তাল-তলে কোল নরনারী মাদকানন্দে মাতি
হাতধরাধরি নাচিয়া নাচিয়া কাটাইছে সারারাতি।
মহুয়ার মদে মাতোয়ারা তা'রা বাজায় মাদল বাঁশী,
শিরে তাহাদের ঝরিছে বাদল,—সোঁদাল ফুলের রাশি।
বৃক্ষের শাখে কিরাত ঘুমায় ধনুশর পড়ে ভুঁয়ে,
ডালে ডালে পাখী,—গহন গুহার পশু তা'র তলে শুয়ে।

বালু খুঁড়ে জল পিয়িছে পান্থ গৈরিক সঙ্কটে,
পাখীর পিয়াসা মিটিছে আজিকে তালীবন তরুঘটে।

(ঘ)

বারণবরের দেহের ছায়ায় কেশরী মলিন মুখে,
গ্রীষ্মের দাহে সর্প ঘুমায় ময়ূরের ক্রোড়ে সুখে,—
যদিও, ক্ষুধিত, ক্লান্ত ময়ূর স্পর্শ করে না তায় ;
নিয়েছে শ্রান্ত ভেক আশ্রয় ফণীর ফণার ছায় ।
তৃষিত তাপিত কৃকলাসগুলি না পেয়ে তৃষায় জল,
অজগর ফণী স্বেদধারা তাই পিইতেছে অবিরল ।
পল্বলে নিজ অঙ্গ ডুবা'য়ে শূকর জুড়ায় প্রাণ,
কর্দ্দমময় নিপান সলিল মহিষ করিছে পান ।
তরু আলবালে তাপিত ময়ূর ফেলিছে তপ্তশ্বাস,
ফুলের শীতল বক্ষ ভেদিয়া ষট্পদ করে বাস ।
কমলের প'রে বারিবিহঙ্গ ত্যজিয়া তপ্তজল,
পিঞ্জরে শুক তৃষার সলিল যাচিতেছে অবিরল ।
কুম্ভযোনির তৃষার মূর্ত্তি উষ্ট্রের শ্রেণী শত,
চলিয়াছে যেন শোষিবার লাগি সিন্ধুর বারি যত ।
কাঠঠোকরাটী ঠোঁটের ঠোকরে গণিছে দণ্ড-পল,
গগনের ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে বাজিছে ফটিক জল ।
দীর্ঘ দিবসে খণ্ড করিতে ঝিঁ ঝিঁ চিরে চিরে ডাকে ;
অবশ দীর্ঘ করে তোলে তায় বিরামবিহীন পাকে ।
ভ্রান্ত পথিকে শ্রান্ত হরিণে আজি দিগন্তমায়া
দিনে মরীচিকা রাতে আলেয়ায় ঘুরা'য়ে মারিছে, আহা !

অন্তঃপুর-উপবন মাঝে নৃপতি নিয়েছে বাসা,
মন্ত্রী সে ভুলে, উচ্চৈঃস্বরে কহে মন্ত্রণা ভাষা।
সম্মুখে ফেলি' গোপন যা'কিছু কর্ম্মী সে পড়ে ঢুলে,
প্রেমিক ছাত্র কণ্ঠ খুলেছে আজিকে নদীর কূলে।
সবাই খুলেছে আজিকে হিয়ার দ্বার বাতায়ন যেন,
মনের কথাটী বাহির করিতে সুযোগ হয়না হেন!

ঝঞ্ঝা পলায় ভাঙি' রথধ্বজা উড়া'য়ে ভস্মচয়,
হয়ে যায় যেন বেণীসংহার নাটকের অভিনয়!
দূত অবধ্য,—শঙ্খ চিলেরে রোষে কেহ নাহি দহে,
মেঘের বার্ত্তা আনিতে তাহারা ঝড়ের বার্ত্তা কহে।
অগ্নিকুসুমে ভরেছে আজিকে শমী, শোণা শাল্মলী,
পল্লবহীন শাখা ভেদ করি শিখায় উঠেছে জ্বলি'।
দুশ্চর তপে কঙ্কালসারা উমার গণ্ড'পরে,
হর চুম্বন শোণিত পুঞ্জে শোভিতেছে থরে থরে।
এ নিদাঘ যেন প্রেমনাটকের বিরহের অভিনয়,
দুর্ব্বাসা যেন শাপের অনলে ব্যবধান বিরচয়।
বিপ্রলম্ভে সঞ্চারী ভাব সঞ্চরে বুকে হানি'
নির্ব্বেদ, মোহ, দৈন্য, জড়তা, অলসতা স্মৃতি গ্লানি।

অসহ হয়েছে বিরহ বেদনা, রামগিরি চূড়া' পরে,
দাঁড়ায়েছে আজ যক্ষযুবক দূত সন্ধান তরে।
ধূসর বসন করি পরিধান ব্রত উপবাস ক্ষীণা
কা'র লাগি' আজি ধরে এক বেণী প্রকৃতি বিরহদীনা

নদীর মোহনা শুকায়ে তটিনী সিন্ধুতে ছাড়াছাড়ি,
সিন্ধুর মাঝে পড়েছে মকর, নদীতে মকরী তারি।
অনল নদীর দুইতীরে ডাকে মিলিবারে চখাচখী,
বিরহ মরুর দুই দিকে কাঁদে তরুতলে সখাসখী।

শান্তকরুণে এক অধ্যায়, আদি শৃঙ্গারে আর,
এই নিদাঘের বীর রৌদ্রের অধ্যায় মাঝে তা'র।
এই অধ্যায়ে কুরুপাঞ্চাল বীরগণ আসে সাজি'
কাঁপিছে লঙ্কা, কাঁপে চেদী, ছুটে অশ্বমেধের বাজি।

জামদগ্ন্য কি উঠিল জাগিয়া নয়নে অগ্নি যার,
ধরা জননীরে বধিতে পরশু তুলিল কি আজি তা'র?
অর্জ্জুন-ভুজ কানন ছেদিয়া চলে কি বিদেহ গেহে;
লুকায়ে রাখিছে জনক, বক্ষে রামের ললিত দেহে।
রক্ষোবীরের রথ কি ধরেছে জটায়ু চঞ্চুপুটে
অহিবংশের ধ্বংসের লাগি' বৈনতেয় কি ছুটে?
জন্মেজয় কি প্রতিহিংসার জ্বালিল যজ্ঞানল,
গরল শ্বসিছে হাজার ফণায় অনন্ত অবিরল!
দাহ রাজা আজি প্রজার রক্ত শোষিতেছে নিরদয়,
উপপ্লবে যে রাজ্য তাহার এখনি পাইবে লয়।
বিদ্রোহানল জ্বলে গৃহে গৃহে গিরির রন্ধ্রভাগে,
শমীবন হ'তে ছুটে দাবানল,—সাগরে বাড়ব জাগে।
স্বরগে বিশ্বকর্ম্মার আজি বিকট কর্ম্মশালে,
ক্রোধবশে হেন গলিত তাপিত ধাতুরস কেবা ঢালে?

ত্বষ্টার বরে বৃত্র আজিকে ত্রিলোক করেছে জয়,
দেব-ঋষি-নর স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাইয়াছে সবে ভয়।
অনল অনিল সবিতার সহ রাঙায়ে হাজার আঁখি,
বাসব আপন অনুচরগণে মাঝে মাঝে উঠে ডাকি'।

(৬)

যে দেব জুড়ায় দাহ জ্বালা তা'রে দেবতার রাজা কয়,
গিরি হিমবান গুরুর গুরু যে আজি তা'র পরিচয়।
আজিকার দিনে কোন্ সে তাপিত ঝাঁপ দিয়ে পড়ে' জলে,
সুর তটিনীরে কহিল জননী সেই হ'তে লোকে বলে।
পুণ্যদ বলি প্রথম গণ্য হইল নিদাঘ দিনে,
তীর্থ সরসী সলিলে সিনান, সেই হ'তে সবে চিনে।

পিরামিড স্তূপ দেউল দরগা শীতল ছায়ার তলে,
দেবতার সাথে ভক্তেরে আজি বাঁধিয়াছে দৃঢ় বলে।
কোন্ সে ভক্ত প্রাণের ঠাকুরে ফুলচন্দন দিয়া,
অভিষেক করি' জুড়া'ল তাহার শিলার তপ্ত হিয়া।
আজো সুশীতল পাষাণ দেউলে ব্যজন চলিছে তা'র,
গোপীচন্দন উশীর বিলেপ অর্চ্চনা উপচার।

ধরা, হিম-বারি পর্ণ ত্যজেছে উগ্রতপের লাগি'
কাতর পরাণে নীলকণ্ঠের করুণার ধারা মাগি'।
প্রান্তর মাঝে ধরাজননীর স্তন্যের হবি দানে,
হোমানল পাশে করিছে কে যাগ চাহি' সবিতার প্ানে?

ডাকিয়া আনিবে শুষ্ক ধরায় যাহার পূর্ণাহুতি,
পর্জ্জন্যের পীযুষের ধারা,—আশীষের অনুভূতি !

চাতকী শিখীর কণ্ঠে কণ্ঠে কেতকীর বুক মাঝে,
প্রিয়ক তরুর নিভৃত পরাণে পুলকাঙ্কুর সাজে !
হেমসৈকতা মন্দাকিনীর,—নন্দন তীরে তীরে,
বরিষার শুভ সান্ত্বনারস জমিতেছে ধীরে ধীরে ।

একোন্ দধীচি বসিয়াছে তপে দিতে তনু যোগাসনে ;
অশনি অস্থি করিবে বাসবে জয়ী অসুরের রণে ।
কোন্ পাণ্ডব দহি' খাণ্ডবে তুষিতেছে দেবতারে,
লভি' গাণ্ডীব কাঁপাবে বিশ্ব বজ্রের টঙ্কারে !
দুঃশাসনের হৃদিবিদারণ হেরিছে যাজ্ঞসেনী,
চপলাশোণিতরঞ্জিতকরে রচা হবে তা'র বেণী ।

থামিবে ঝঞ্ঝা, রুদ্রদেবের পিণাকের টঙ্কার,
ললাট আঁখির অনল নিভাবে করুণা নয়নাসার ;
কণ্ঠে রহিবে সকল গরল বদনে আশীষবাণী,
অমৃতে ভরিবে শিবশম্ভুর হাতের করোটীখানি !
মেঘের বক্ষে গিরির শৃঙ্গে হইবে শৃঙ্গনাদ,
নদীর কণ্ঠে ঘোষিবে ডমরু মঙ্গল পরসাদ ।

রবেনা শুষ্ক পর্ণের পুট বেশীদিন ঘরে ঘরে,
কড়ি দিয়ে রচা সিন্দূর ঝাঁপি ফিরিবে রমার করে ।

দুগ্ধে ভরিবে ধেনুর আপীন দূর্ব্বার দলে মরু,
আঁচলে ঝরিবে কনক ধান্য, পুষ্পে ভরিবে তরু।
চক্র গদায় আজিকে ধরার অরাতি করিয়া ক্ষয়,
শঙ্খ পদ্মে শ্যামসুন্দর বিতরিবে বরাভয়।

তপনেরে মোরা করিব আপন স্বস্তি বাচন কয়ে'
অনলে তুষিব স্বাহার মন্ত্রে, ভক্তি বিনয়ে, ভয়ে।
মোরা তপ করি জাগাবো জীবন আবার ভস্মতলে
করুণার স্বেদ ঝরাব প্রভুর চরণকমলদলে !
ষাট্ সহস্র জাগিবে তনয় শুভ শঙ্খের নাদে,
সাঁতারি' পড়িবে মকরের গায় ভক্তির উন্মাদে !

নিভায়ে বগলা তারার ভ্রূকুটী-অনল, নিখিলরাণী
কমলাত্মিকা দাঁড়াবে, বারণ কুম্ভের জল দানি'।
দেবতা আমার হাসিয়া দাঁড়াবে বরাভয় লয়ে করে,
শীতল স্বচ্ছ সলিলের'পরি মরাল কমল প'রে।
বরুণ দেবতা তোরণ খুলিবে নিরাপদ নির্ভয়ে,
করুণার ধারা ঝরিবে রাজার হাজার চক্ষু বয়ে।

প্রাবৃট্

বর্ষারাণী

এসো—অগণন জনগণ মনোহরণী
বাহি'—ছলছলকলকল জলে তরণী।

এসো—সুস্বপন শিহরিত নীপ ফুল পুঞ্জে,
ধাতকী-চেতকী-যুথী কেতকীর কুঞ্জে,
চাতকেরা বিহরিয়া চিতে সুধা ভুঞ্জে,
এসো—মনোহর মরকত শ্যামবরণী।

এসো—খরতর নীর ধারা ঝরণারি হর্ষে
ভুবনে জীবন রস অবিরল বর্ষে
শোভি শুভ শ্যাম সুখে চরণেরি স্পর্শে
আর—অমল কমল ফুলে ভরি ধরণী।

এসো—হরষিত কৃষাণীর খল খল হাস্যে"
পুলকিত কৃষীকুল সুবিমল আস্যে,
চপলায় চমকিত আলোকিত লাস্যে
অই—ঘন ঘন মুখরিত তব সরণী।

বরষা

মেঘ মালাময় মেদুর মধুর স্নিগ্ধ গগন তলে
সুন্দরী শ্যামা প্রকৃতি শোভনা নব যৌবনে ঢলে।
পুলকী বকুলে মল্লী মুকুলে দুকূল দোলায়ে আজি,
কাননের রাণী হাসিছে কেতকী পরাগে অঙ্গ মাজি।
চপলা চমকে দিগ্‌ বধূ হাসে গলে বলাকার মালা
ভূধর লক্ষ্মী ধরেছে সাদরে আউচফুলের ডালা।

তিন্দুকবনে নাচে মৃগযুথ কন্দলীদল দলি
নব অর্জ্জুন মঞ্জরী মধু সেবনে পাগল অলি।
মৃণাল কন্দ পাথেয় লইয়া মরাল মানসে চলে
দাদুরী আজিকে মাধুরী বিলায় তমাল তিমির তলে।
বন্যার পরে তরণী নাচিছে পণ্য পূরিত বুকে।
ধন্যা জননী ধরণী চুমিছে কৃষকে ধীবরে সুখে।

বিলোলা বল্লী তরুরে জড়ায় শিহরি কেশরফুলে
লুটে মদালসা ময়ুরী আজিকে ময়ূরের পাদমূলে।
শিহরিয়া উঠে ধারা কদম্ব কার গুঞ্জন গানে,
কলকল বহে অমৃতানন্দ মেঘমল্লার তানে।
চাতকী গরবে চাহে না ভূতলে নেচে ঘুরে নবঘনে
ডাহুকী সারসী খুঁজে প্রিয়জন মদকল নিকুঞ্জনে।

কৃপাভাণ্ডার দুহাতে আজিকে ছড়াইছে ভগবান,
আজি বিধাতার প্রেম গঙ্গায় আসিয়াছে যেন বান!
আকাশে বাতাসে গিরি নদীবনে ঘাটে মাঠে চরাচরে,
স্নেহালিঙ্গনে, প্রেমে করুণায়, আশীষে গিয়াছে ভরে'।
কুটীরে প্রাসাদে ক্ষেতে তরীপরে আনন্দ কলরোল।
এক সনে যেন মিলেছে ঝুলন রাসরথ আর দোল।

যূথী প্রিয়ঙ্গুকলিদের কেহ ফুটিতে কি আছে বাকী?
আজিকার এই উৎসব দিনে কে মুদিবে বলো আঁখি?
ইন্দ্রধনুর তোরণের তলে চলে ইন্দ্রের রথ
মুখরিয়া উঠে গুরুগর্জ্জনে চপলা চকিত পথ
প্রকৃতির গৃহে আজি কোন পূজা এত কেন উৎসব?
ধূপগুগ্‌গুলুগন্ধমোদিত পবনের কলরব।

সকল নিখিল চঞ্চল করা বরিষা এসেছে যে,
পুলকে মাতিয়া অর্ঘ্য রচিয়া তাহারে বরিয়া নে।
ধ্যানভাঙি কবি আজি ধরি বীণা গেয়ে ফিরো দ্বারে দ্বারে,
মানিনী প্রেয়সী চাহিয়াছে ক্ষমা ক্ষমিতে হইবে তারে।
আঁখিজলে সবে কলহ হারাও বরিষা এসেছে যে।
প্রেম উৎসবে পাগল না হয়ে আজিকে বাঁচিবে কে?

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে।

নব আষাঢ়ে প্রথমদিন আবার এলো ফিরিয়া,
নিবিড় হয়ে মদিরমোহ আসিল পুন ঘিরিয়া,
ভুবন-আঁখে সলিল ঝরে,
আবেশে পাতা নমিয়া পড়ে,
ঘনায় মেঘ এমনি করে' অতীত-স্মৃতি হরিয়া।
নব আষাঢ়ে প্রথম দিন আবার এলো ফিরিয়া।

কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হতে জাগরে।
মেঘের তরী ভেসেছে আজ বেদনা-শোক-সাগরে।
কূটজ ফুলে ভরিয়া ডালা,
বকুলে আজি গাঁথিয়া মালা,
অর্ঘ্য রচি কাতরে আজি মেঘের কৃপা মাগ'রে,
কে কোথা আজি বিরহী আছ জড়তা হ'তে জাগরে

দরদী সে যে ঘুনিয়ে তাই ঘনায়ে আসে পা'টিপে,
ব্যথার মত আঁধার করি নিভায়ে গৃহ প্রদীপে।
জগতে যেন আড়াল করি,
নিভৃত রচি, দুহাতে ধরি,
শুধায় তোমা কি কথা তুমি পাঠাবে প্রিয়া-সমীপে,
দরদী তাই ঘুনিয়ে সে যে ঘনায়ে আসে পা'টিপে।

প্রিয়ার কথা বলিছে যবে তোমারো কথা বলিবে,
ভববিদিত বংশে জাত কখন' নাহি ছলিবে।
কুব্জ হয়ে বারতা-ভারে
চলেছে আহা, দেখ'না তারে ?
সবার লিপি বিদ্যুতেরি আঁখরে কিবা জ্বলিবে,
বলনি যাহা তাহাও সে যে আঁখির জলে বলিবে।

কণ্ঠাশ্লেষ-প্রণয়ী কেবা রহেছ আজি পুলকে,
সুখীরো শুনি হৃদয় টলে নামিলে মেঘ ভূলোকে।
বিরহী আজি রহে যে জনা
তাদের লাগি অশ্রুকণা
ফেলিতে আজি ভুলোনা যেন রহিয়া সুখদ্যুলোকে
মুকুতা সম দুলিবে তাহা প্রেমের হারে পুলকে।

যক্ষ তুমি বক্ষে আর পারনি ব্যথা পোষিতে
মুখর হয়ে প্রাণের কথা পাঠালে তব যোষিতে
মোদের আর কুণ্ঠা নাই
তাহারি প্রতিলিপিটি তাই
নিজের বলি প্রিয়ারে দেই কণ্ঠে রহি ঘোষিতে,
পারনি তুমি মোরাও তাই পারিনা আরো, পোষিতে

নিখিল হৃদি'রক্তে, কবি, সিক্ত তব লেখনী,
বিশ্ব তাই শিহরি উঠে আষাঢ় আসে যখনি।
প্রিয়ারে তুমি পরম প্রিয়া,
করিয়া আজি মাতালে হিয়া,
নিখিলে কোন' দুখীর কথা বলিতে বাকী রাখনি
ত্রিলোক লাগি লিখেছ তুমি একের লাগি লে'খনি।

হে কবি তুমি জানিনা কোন্ অলকাপানে চাহিয়া।
করুণতম আবেদনের বেদনা গেছ গাহিয়া।
উজ্জয়িনী—সৌধশিরে
কিসের ব্যথা ? চাহিতে ফিরে
জুড়াতে তাই কোন অলকানন্দানীরে নাহিয়া,
যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে কি গান গেলে গাহিয়া ?

হে কবি তাই শাপের কথা শিখেছি আজি ভাবিতে,
প্রতি আষাঢ়ে নব আশারে হৃদয়ে রহি সেবিতে,
অলকাস্মৃতি স্বপন প্রায়
নয়ন হ'তে মিলায়ে যায়
শঙ্কা শুধু আবার কি গো পারিব তাহা লভিতে,
প্রতি আষাঢ় প্রথমদিনে রহিগো তাই ভাবিতে।

বরিষার প্রতি।

লো বরিষা, তুই বুঝি, আমার সে পাগলিনী,
বিরহিণী প্রিয়া ;
এসেছিস্ সন্তাপিত হিয়া।
ছুটে এসেছিস্ আজ ছিঁড়ে ফেলে ভূষা সাজ,
দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিয়া করি হা হুতাশ।
গণ্ড বেয়ে নেত্রাসার ঝরে শুধু অনিবার
হেলায় এলায়ে দিয়ে কালোকেশপাশ,
মোর দরশন ছলে এলি বাতায়ন তলে
বরিষা হইয়া
ওরে মোর বিরহিনী প্রিয়া।

বিদ্যুতে চমকি উঠে তোর ঐ রাঙা আঁখি,
রজনী জাগিয়া,
নিশিদিন আমারে মাগিয়া!
বিস্রস্ত বসন তোর টুটিয়া লাজের ডোর
লুটিয়া লুটিয়া পড়ে আজি যথা তথা।
বক্ষ তোর দুরুদুরু মর্ম্ম ভাঙি গুরুগুরু
গুমরি গুমরি কাঁদে বিরহের ব্যথা।
বরিষার রূপ ধরি পার হয়ে গিরিদরী
পড়িলি আসিয়া
ওরে মোর বিরহিনী প্রিয়া।

এলি যদি পাগলিনী আয় তবে বুকে আয়
বাতায়ন দিয়া
ওরে মোর বিরহিনী প্রিয়া।

একবার নিজ সাজে নিভৃত এ গৃহমাঝে
আসিয়া জুড়ারে সখি তাপিত এ বুক,
অশ্রুসিক্ত মুখখানি এ বুকে লইয়া টানি
চুমিয়া চুমিয়া আনি মিলনের সুখ।
হিমবিকম্পিত কায় দিব অঙ্ক-উষ্ণতায়
তাপিত করিয়া
আয় মোর বিরহিনী প্রিয়া।

"সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং"।

সন্তপ্তশরণ মেঘ, বন্ধু তুমি দ্বিধা নাহি তায় ;
একই দশা দুজনের ব্যথাময় এই বরষায়।
তুমিও গাহিছ বন্ধু মোরই মত বিরহের গান ;
থেকে থেকে চপলায় চমকিয়া উঠে তব প্রাণ।
গুমরি গুমরি বক্ষে গুরুব্যথা তোমারো বিহরে
বজ্র গর্জ্জে মোরি মত তোমারো ত হৃদয় বিদরে।
আমারি মতন তব বেদনায় সকলি আঁধার
কালিমায় ডুবে যায় কর্ম্মহারা নিখিল সংসার।
কাঁদিতে কাঁদিতে তুমি মোরি মত ঘুমাইলে হায়।
সুখস্বপ্ন হের বন্ধু ইন্দ্রধনু বর্ণের আভায়।

মুখচন্দ্রে বক্ষে ধরি যামিনীতে বিনিদ্রনয়ন,
চন্দ্রিকায় রচ' তুমি কল্পনার মিলন ভবন।
দূরে রহি মোরি মত বিরহিনী তোমারো শিখিনী
মিলনের উৎকণ্ঠায় উৎকলাপা কাঁদে একাকিনী।

যৌবনের অভিশাপ।

আজিকে বরষারাণী উড়ায় অঞ্চল
উচ্ছ্বলিয়া উঠিতেছে জীবনের রস,
শিরায় শিরায় রক্ত হইল চঞ্চল,
অনুভবি' অলকার পবন পরশ।
ক্ষম' আজি স্বাধিকার-প্রমত্ত যৌবনে,
আজি তার অভিশাপ ফিরাইয়া লও,
বসন্তের রক্ত-রাগোচ্ছ্বসিত জীবনে
যেমন করিয়া প্রভু ক্ষমা করি সও।
কুন্দকুঞ্জে ভ্রমরেরে, বসন্তে কোকিলে,
ক্ষমিতেছ দ্রোহ মোহ আকুল তৃষায়,
নিত্য তুমি উদ্দামতা সহিছ নিখিলে
যৌবনের অভিশাপ ফিরাবে না হায়?
পরধনে নাহি লোভ, মত্ত স্বাধিকারে,
অবুঝ অবোধ আহা ক্ষমা কর' তারে।

শ্রাবণ প্রশস্তি ।

বাসব-ভবন হতে এসো নামি বিলাসী শ্রাবণ,
নটবর হে প্রেমপ্রবণ ।
কলকণ্ঠে কল্লোলিনী দূতী তব শ্রোণিভারানতা
দুকূল দোলায়ে চলি দিগ্‌দিগন্তে বহিছে বারতা ।
সাজিল গগণরাণী এলোকেশে বিজলীর সাজে,
কপোলে চুম্বন দিলে, মেঘে ম্লান চাঁদ হয়ে রাজে
ধরণীরে সাজাইলে শ্যামশষ্পস্মিতশোভা দিয়া
কদম্ব কুটজে কত কুসুমেতে কবরী ভূষিয়া ।
বনান্ত অঞ্চল চুমি মুগ্ধ অলি মাতিছে গুঞ্জরি',
কর্ণে দেহ ককুভ-মঞ্জরী ।

মধুর মিলনময় মৃদুমদ যৌবন জীবন
লয়ে তুমি এসেছ শ্রাবণ ।
মদালসা ময়ূরীর নৃত্য গীতে দিলে মধুরিমা,
ভূধর রাণীরে দিলে স্তন্য উৎসে জননী গরিমা ।
চাতকীরে তৃপ্তিমদ, কেতকীরে প্রাণের উচ্ছ্বাস,
দেছ ওগো প্রাণপ্রিয় পল্লীপ্রাণে জীবন্ত উল্লাস,
নবীন পল্লব-ভূষা বল্লরীরে তরু আলিঙ্গন,
সমীরণে, প্রকৃতির সিক্তালকে স্নানান্ত চুম্বন ।
দেছ অন্ধকার পথ, অভিসারে চলেছে কামিনী
পথে আলো দিয়াছ দামিনী ।

পরক্ষণে তোমা হেরি হে শ্রাবণ রাখালের বেশে
ইন্দ্রধনু শিখীচূড়া কেশে।
শাঙলী ধবলী ধেনু ছাড়ি দিয়া শ্বেত শিলাপরে,
গলে বলাকার মালা বসে আছ উদাস অম্বরে।
তোমার বাঁশরী তানে শিহরিয়া মল্লিকা আকুল,
সিন্ধু পানে ছুটে নদী সচকিয়া ভাঙ্গিয়া দুকূল।
ধাতকী শিহরি কাঁপে কামনায় নিকুঞ্জ বিতানে,
কেতকী কত কি কথা কামিনীর কহে কানে কানে
কি যেন ভুলিয়াছিল কার কথা আছিল পাশরি'
বাঁশী তানে স্মরিছে শিহরি।

তোমার মাদক মোহে, ছিল যারা মুদিত মোহিত
জেগে উঠে সহসা চকিত।
উদাস বাঁশরী তানে স্মরিয়াছে সবে প্রিয়জন,
মিলন কামনা জাগে ফুটে উঠে বিরহ বেদন।
চাতকী চাতক যাচে, চক্রবাকী চক্রবাকে চাহে,
দাহুরী ডাহুকী আজি ছাতিফাটা কত গান গাহে
মরালী মরাল মাগে, মৃগী মৃগ, ময়ূরী ময়ূর।
নবমেঘদূত রচে যুবা কবি বিরহ বিধুর।
আঁখি জলে পত্র রচে বিরহিনী জনপদনারী,
মানিনীরা ঢালে আঁখি বারি।

তারপর একি, হেরি যুবরাজ হে বীর শ্রাবণ
কোথা তব বিলাস ভবন ?
একি সাজে সেজে এলে ত্যজি বংশী বনফুলহার,
বর্ম্মে আবরিয়া তনু, ধনুষ্পাণি, ধরি তরবার।
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে শত শত তুরঙ্গ কুঞ্জরে,
বৃংহণে হ্রেষণে অস্ত্র ঝন্‌ঝনে রথের ঘর্ঘরে,
তোমার সমরসজ্জা। নিনাদিছে কোদণ্ড টঙ্কার
জ্বালায় বাড়ব বহ্নি, ভয়ঙ্কর উঠে হুহুঙ্কার,
দিগ্‌ গজ শির টুটি তরতরে ছুটে মদধারা
স্বেদ ঝরে নভোরাজ্যভরা।

এ মূর্ত্তি হেরিয়া তব রণমত্ত মহান্‌ শ্রাবণ,
কাঁপিয়াছে ভয়ে ত্রিভুবন।
তব পথ ছাড়ি ধরা পার্শ্বে স্থিত জুড়ি দুই পাণি,
দাঁড়ায় কূজনহীন ঊৰ্দ্ধদৃষ্টি নিঃস্পন্দ বনানী।
সন্তান ছুটিয়া গিয়া মাতৃ বক্ষে লভিছে আশ্রয়
প্রিয়েরে আঁকড়ি ধরে প্রিয়া সে যে কম্পিত সভয়।
পথঘাট জনশূন্য রুদ্ধ দ্বার ভবনে ভবনে,
বিবরে কোটরে নীড়ে পশুপাখী, মৃগ, ঘোর বনে,
ধীরে চুপি নীলবাসে নামে উষা মানব আলয়ে,
দিবসের আঁখি মুদে ভয়ে।

তারপর একি হেরি হে শ্রাবণ, হে প্রেমপ্রবণ
ঢলঢল লাবণ্য প্লাবন।
কীর্ত্তনে নর্ত্তন তব হেরি আজি ভব নদীয়ায়
শোভন সোণার অঙ্গ ধূসরিত ধূলায় কাদায়,
প্রেমাশ্রু ঝরিছে তব দরদর আনন্দ উন্মাদে,
ভুবন বিভোর আজি সুমধুর মৃদঙ্গ নিনাদে।
চরণ চুম্বনে তব ধন্য ধরা উঠেছে মাতিয়া
চঞ্চল চরণ তলে শ্যামাঞ্চল দিয়াছে পাতিয়া,
বিটপী লতায় নদী পারাবারে, প্রেম বিতরণ
মেঘে মেঘে আজি আলিঙ্গন।

নাচিয়া উঠেছে বিশ্ব, একি দৃশ্য, তোমার কীর্ত্তনে
হৃদি নাচে তোমার নর্ত্তনে।
কল্লোলিনী কূলে কূলে নাচে ঐ উল্লাসহিল্লোলে,
ময়ূর ময়ূরী নাচে তরী নাচে সাগর কল্লোলে,
পল্লী মালঞ্চের তলে নাচে সুখে পল্লীবালাগণ,
কুণ্ডিকা কলস্বী জলে নাচে লভি নবীন জীবন।
সারস সরাল নাচে ছিটাইয়া প্রেমবারি কণা
মেখলা দুলায়ে নাচে সুযৌবনা প্রকৃতি ললনা,
নাচিছে নিখিল জন তোমা সনে মর্ত্ত্য অমরার
তার সনে হৃদয় আমার।

অকস্মাৎসবশেষে একিরূপে আসিলে শ্রাবণ,
শান্ত সৌম্য নয়নপাবন।
লম্বমান জটাজুট বক্ষ শোভা শুভ্র শ্মশ্রুভার,
রুদ্রাক্ষ-বলয় করে, দীপ্তচক্ষু করেতে ভৃঙ্গার,
যজ্ঞভস্ম ত্রিপুণ্ড্রক ভালে ভাতি করিছে প্রকাশ,
পদ্মগন্ধি স্বেদবিন্দু সিক্ত করে কৃষ্ণাজিনবাস,
মূর্ত্ত তপঃফল সম, যজ্ঞশেষে আঁখি ধূমাকুল
ছিটাইলে শান্তিবারি কমণ্ডলু হতে ফলফুল।
নিমেষে মুমূর্ষু বিশ্ব হের নব জীবন লভিয়া
পদতলে পড়িল নমিয়া।

যজ্ঞ হতে পর্জ্জন্যের, অন্ন হতে জীবের জীবন
জন্ম দিলে দেবর্ষি শ্রাবণ।
তারপর একি হেরি রোমাঞ্চে যে কণ্টকিতকায়,
বসিয়াছ যোগাসনে রুদ্ধশ্বাস, কোন্ সাধনায় ?
অনাবৃষ্টি শোষ দাহ দ্রোহ আদি সুরারি বিনাশে
আপন অশনি অস্থি দিতে চাহ ভৈরব উল্লাসে ?
সিন্ধুতে স্বনিল শঙ্খ, মর্ত্তে ডঙ্কা, দ্যুলোকে দুন্দুভি
ধূপগন্ধ ইন্দ্রালয়ে, পুষ্পবৃষ্টি করে চন্দ্ররবি,
আপন জীবন দিয়ে বাঁচাইলে তুমি ত্রিভুবন
জয় জয় জয়তু শ্রাবণ।

জগজ্জীবন

তুমি শুধু ধূমজ্যোতিঃ সলিল বায়ুর,
সন্নিপাতে সঞ্চারিত জড় অচেতন,
এ কথা ভাবিতে মোর পরাণ বিধুর,
এ কথা মানিতে মোর সজল নয়ন।
কে তবে সজীব বন্ধু তুমি যদি জড় ?
জীবন ভাণ্ডার তুমি মৃতসঞ্জীবন,
তোমার জীবনে বাঁচে বিশ্বচরাচর,
তোমার পরশে জাগে শ্যামশিহরণ।
মরুতে ফুটাও ফুল পাষাণে অঙ্কুর,
শ্মশানে জীবন জাগে নরকে উদ্ধার,
হে পর্জ্জন্য, লভি তব অন্ন সুমধুর,
জীবনে জাগ্রত আছে মানব সংসার।
জড় হয়ে রও যদি একটি বরষ,
সমস্ত নিখিল হবে নির্জ্জীব নীরস।

ভাদরে।

আজিকে মধুর ভরা ভাদরে।
দরদর ধারা বয় সুধারস ধরাময়,
দাদুরী মুখরা হলো আদরে॥

গিরিদরী বিদরিয়া জলধারা চলিছে
নদনদী গদ্‌গদ্‌ নাদে আজি মিলিছে
কৃষাণী আতুরী হয়ে পতি কোলে ঢলিছে
ভাঙিল সকল বাধা বাদরে ॥

কুলায়ে ঘেঁষিয়া বসে গায়ে গায়ে পাখীরা,
নিশীথেও মিলে আজি যত চখাচখীরা,
গৃহে করে কলরব সব সখাসখীরা,
নবীন মাধুরী বধূ-অধরে ॥

হৃদয়ে বেদনা লয়ে মিলনের পিয়াসী,
কোন্‌ পাপে আছ আজি আনমনা উদাসী,
সব বাধা ভেঙে মিল' সুদূরের প্রবাসী ;
মিছে কেন মেঘদূতে সাধ'রে ।

ঝাঁক ছেড়ে আজি মীন ঘুরেনাক সরসে ।
আধ ঘোমটার আড়ে ধরা কার পরশে
শ্যামল দুকূলে ঢাকে লাজে গিরি উরসে ।
করী শিরে ঝরে ধারামদ রে ॥

শরৎ

শরতের গান।

বরিষা গত! মরালরথে শরৎ এলো বঙ্গে,
কমল এলো, কুমুদ এলো আরো কত কি সঙ্গে।
নীরব করি ডাহুকীডাক
মিলনে গাহে চক্রবাক ;
কীচকবনে পবন আজি বাজাল শুভ শঙ্খ,
লাজ বরষে ভরিল আজি হ্রদসরসীঅঙ্ক।

লালকরবী অপরাজিতা শেফালি হলো ফুল্ল,
সিত বকের শাখায় শত বকের শিশু তুল্লো।
বাতাবি নাগরঙ্গ-বনে
পশিল চোর সঙ্গোপনে,
আলোকে আজি পড়িল ধরা যা ছিল যেথা গুপ্ত—
পুলকে আজি শিহরি জাগে অবশ সব সুপ্ত!

গগনরাজ খুলেছে আজ তারার দানসত্র,
শীর্ষে তাঁর শোভিছে কিবা সিত-নীরদ ছত্র।
অর্ঘ্য লয়ে পর্ণ-পুটে
হাজারেলাখে আজিকে জুটে
মরকতের চরণ পীঠে বৈতালিক ভৃত্য,
হেরিছে রাজা চটুলনটী-কলতটিনী-নৃত্য।

কাননরাণী মাতিল আজি সপ্তচ্ছদ সঙ্গে,
সর্জ্জ নীপ সহিল, দুখে দিলনা কাঁটা অঙ্গে।
কাশের ক্ষেতে চাহগো যদি
দেখিবে ছুটে দুধের নদী;
দোয়েল শুকে মুখর করি' পাপিয়া শ্যামাকণ্ঠে,
প্রখরক্ষুধাপিপাসাহরা কে আজি সুধা বণ্টে?

কোবিদারেরি মধুমদিরামত্ত মধুমক্ষী—
অধররাগে বন্ধুজীবে ফুটালো বনলক্ষ্মী;
লভিয়া তার চরণতল,
বিকচ থলকমলদল।
কর্ণে তার কর্ণিকা-র দুলিল অবতংস,
গাহিল শুভশংসি তানে সারস কলহংস।

গর্ভভারে বিবশা শালি আজিকে কৃপাভিক্ষু—
ভূতলে সে যে পড়িবে ঢলে', না ধরে যদি ইক্ষু ;
চলকি আজি শফরী আঁখি,
সরসী কথা কহিছে ডাকি ;
মলিন জল হলো অমল আবিলক্লেদশূন্য,
দূরিল অহিযাগের পাপ যথা ভারত পুণ্য।

মেঘের মত শ্যামল লয়ে ধরণী হলো ধন্যা,
ভূতলে বান শুকিয়ে হলো আকাশে আলোবন্যা।
চাতক কিগো অলির বেশে
লুকিয়ে নামে ফুলের দেশে ?
ইন্দ্রধনু পড়িল লুটে বনকুসুমকুঞ্জে,
চপলা আজি অচলা হলো সন্ধ্যারাগপুঞ্জে।

আজি জননী শ্যামলমণি ধরেছে কিবা বক্ষে,
আঁচল ঘেরি তনয়গুলি তৃপ্তি ভরা চক্ষে ;
শাসন মানে বাসনা রাজি
ভরসা ভালে ভাতিছে আজি ;
মাদক লোল লালসাদ্রোহ হয়েছে সব ক্ষান্ত
সস্মিত সৌম্য আজি সকলি শুভ শান্ত।

শারদ লক্ষ্মী।

তব চরণ পরশে প্রাঙ্গণে জাগে স্বর্ণের আলিপনা।
আলো করে দীপ তুলসীকুঞ্জ,
কূজন-ব্যাকুল কপোতপুঞ্জ,
শঙ্খ-স্বননে ভবন-অঙ্কে প্রাণে প্রাণে মূরছনা।
তুমি নীলাকাশে নীল নয়ন মেলিলে অলোকে ভূলোক ভায়,
শিথিল করিলে কোরকের মুঠি
কনক-কমল উঠিল যে ফুটি'
তব কণ্ঠ কাঁপিলে তেয়াগি কুণ্ঠা লাখ লাখ পাখী গায়!
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি' বরাভয় দান,
বিতরিয়া সুধা, হরি' তৃষা ক্ষুধা, তুষিয়া তাপিত প্রাণ!

তব আঁচল লুটিলে কনক-কিরণে নীহারে মাণিক জ্বলে।
টুটিলে চিকন চিকুরবন্ধ,
দিকেদিকে ছুটে শ্যামলানন্দ,
কঙ্কণ ক্বণে কূলে কূলে লুটি' কল কল নদী চলে।
তব হাস্যে প্রবাল মৌক্তিক ক্ষরে মরকত ঝরণায়।
বুলাইলে কর তনু নিরাময়;
কান্তি পুষ্টি তুষ্টির জয়;
আশীষ-বরষে শালির গুচ্ছ নমিছে চুম্বি' পায়।
এস মা, সারদা শারদলক্ষ্মী করি' বরাভয় দান,
বিতারিয়া সুধা, হরি' তৃষাক্ষুধা, তুষিয়া তাপিতপ্রাণ।

আগমনী ।

এসগো জননী ফিরিয়া আবার জীর্ণভগ্ন কুটীর বক্ষে,
গৃহের হাস্য কল কোলাহলে, শিশুর আস্যে, স্নেহের চক্ষে।
এস প্রবাসীর আকুলানন্দদুরুদুরুবুকে, মাতার হর্ষে,
এস মা লক্ষ সুতের কণ্ঠে, পুণ্য ঘটের সলিল বর্ষে ।
জননী তোমার পরশে ধরার ধান, ধন, প্রাণ পাক মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি ।

এসমা অভ্র-উজল গগনে, এসমা শুভ্র কাশের ক্ষেত্রে,
এস অব্জের অরুণ চিত্তে, অপরাজিতার করুণ নেত্রে।
এসমা ইন্দ্রধনুর তোরণে, চন্দন ধূপ উশীর গন্ধে ;
এস কুমুদীর হৃদয় তরীতে, কৌমুদী নীরে পরমানন্দে।
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ' পা'ক মা বৃদ্ধি।
আন মা পুষ্টি দীপ্তি, তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি ।

এসমা মরাল কমল মালায়, পণ্য পূরিত তরণী পুঞ্জে,
শালি শস্যের শ্যাম সম্পদে, ছাতিম বাতাবী আতার কুঞ্জে।
এসমা তরুণ অরুণোজ্জ্বল নীহারনিচিত শষ্প অঙ্গে,
এসমা বোধনবংশী স্বননে গৃহে গৃহে আজি এসমা বঙ্গে।
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ, পা'ক মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি, তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি ।

পত্রপুষ্পে পুণ্য পুলকে ও পদ পরশে পূরুক পল্লী,
বিসকিসলয়ে কহ্লারে বাপী, শিহরি উঠুক বিটপী বল্লী ।

তব কর্পূর দৃষ্টিতে ধেনু আপীন উছসি ঢালুক দুগ্ধ,
আজি জীবলোক চরণে তোমার লুটিয়া পড়ুক মন্ত্রমুগ্ধ।
জননী তোমার চরণে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পাক মা বৃদ্ধি
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি তুষ্টি, আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি, ঋদ্ধি।

শোকহত লাগি আন' সান্ত্বনা তাপিতের লাগি পরমশান্তি,
পীড়িতের লাগি সুধার ভাণ্ড, নিরাময়বাণী মোহনকান্তি।
বন্যামগন সন্তানে রাখি অঞ্চল ছায়ে কর মা ধন্য,
আনমা স্তন্য অন্নসত্র, তৃষিত ক্ষুধিত এ জনারণ্য।
জননী তোমার পরশে ধরার ধন, ধান, প্রাণ পা'ক মা বৃদ্ধি,
আন মা পুষ্টি, দীপ্তি তুষ্টি আন মা শুদ্ধি, তৃপ্তি ঋদ্ধি।

পূজার আহ্বান।

এখনো বোধনসানায়ের তান পশেনিক কাণে তোর ?
ওরে পরবাসী ভাঙরে শিকল তুচ্ছ কাজের ডোর।
গুটাও গ্রন্থ সুবোধ ছাত্র ;
উঠাও যন্ত্র ঝাড়িয়া গাত্র,
সকল যন্ত্রী সকল তন্ত্রী সকল পরের দাস
আজি উদ্ধত স্পর্দ্ধিত প্রাণে ছিঁড়ে ফেল সব পাশ।

ছুঁড়ে ফেলে দাও সব দায়িত্ব প্রভুর গৃহের চাবি,
নিয়ে এস আজ অটল অবুঝ সব আবদারি দাবি,

হো'ক শত গোল ভুল কাটাকাটি
রো'ক গোঁজামিল, থাক খাটাখাটি,
হিসাব নিকাশ চুলোয় পলাক, সকল বাঁধন হারা,
তুমি ছুটে আজি বাতাসে বেরোও ভাঙ্গিয়া লৌহকারা।

বাঁশরীতে বাজে বারোঁয়া রাগিণী গৃহদ্বারে থাকি-থাকি
সব আয়োজন হইয়াছে শেষ, তুমি শুধু আছ বাকী।
একমাস হতে পথপানে চাওয়া
জননীর নাই খাওয়া-পরা-নাওয়া।
লক্ষ কাজের মাঝেও কে যেন বাতায়নে থাকে চেয়ে,
দূর দিগন্তে প্রতি তরী পানে অনিমেষ তব মেয়ে।

শিউলি কুসুমে আঙিনা ভরেছে আলিপনা আধ ঢাকা,
অলিপাখীফুলে আবাহনসভা রচেছে দাড়িমশাখা।
কদলীকুঞ্জ কাঁদিভারে নত,
আঙিনায় ফল সঞ্চিত কত।
বুধুগাই গৃহে চলিতেছে দুধ কেঁড়েতে ধরে না আর,
উড়ু-উড়ু প্রাণে দুরু-দুরু বুকে কত ব'বে পরভার ?

এখনো নগর বিবরে ঘর্ম মুছিছ, ফেলিছ শ্বাস ?
পিঁজর দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওপাখী হের আজি নীলাকাশ,
আসুক ঝঞ্ঝা আসুক বৃষ্টি
রসাতলে যাক সকল সৃষ্টি,
এসে ধর' দাঁড় নিজে টান' গুণ, ঠেল শকটের চাকা,
কিছু বা হাঁকায়ে কিছু নিজ কাঁধে লয়ে ছুট' কাদামাখা।

কত ভুল হলো কি হবে ভাবিয়া ? কত রয়ে গেল পড়ে'
তালিকামতন বরাতী কয়টি কিনেছত ভাল করে ?
বাকী থাকে থাক—নাই হলো ঢেঁড়ি,
কাপড়ের পাড় নিয়ে মিছে দেরী,
হাসিমুখে শুধু গৃহদ্বারে এস গোধূলির ধূলি মাখি ;
হেথা যে হৃদয় বড়ই ক্ষুধিত, তৃষিত যে বড় আঁখি।

অনুনয়

বোধন বাঁশী শুনে মাগো, মনটা আমার কেমন করে,
আসছে পূজা বলে আমার আহ্লাদ যে আর না ধরে !
বাবা আমার আসবে বাড়ী, জামা জুতা আনবে কত ;
বুকটা আমার উঠছে নেচে, ভাবনা আমার জুটছে যত !
আজ হ'তে আর পড়বো না মা, মাষ্টারটা যাক্ মা চলে',
শরীর আমার নাইকো ভাল মিথ্যা করে পাঠাও বলে'।
আজকে আমি লাফাই যদি আহ্লাদে' তায় বলো নাক' ;
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গা'ল দিওনা কথা রাখ'।

দুর্গাপূজার দালান ঘরে গড়ছে ঠাকুর কুমোর দাদা,
ময়লা হবে হোক মা কাপড়, মাখ্‌বো আমি তাহার কাদ
অসুর আছে দাঁত খামুটে, সিংহ আছে কামড়ে তায়,
মা তুমি তা দেখ্‌লে যদি, ভয়ত তোমার পায়ই পায়।

মুখে তাদের হাত দেই মা, ভয় পায় না আঁমার দেখে,
খুকী ভয়ে আর আসে না, দূরে থেকে পলায় ডেকে।
ভাঁত খেতে মা ভুলিই যদি, নিজে যদি তুমিই ডাক,'
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গা'ল দিও না কথা রাখ'

কুসুম ফুলে রং করা সেই কাপড়খানি জড়িয়ে গায়,
খুকী যদি আমার সাথে ওপাড়াতে যেতেই চায় ;
ননীর ঠাকুর কেমন হ'ল, আসবে কবে ভুতোর দাদা,
তাদের বাড়ী আটচালাটি তালের পাতে হচ্ছে বাঁধা,—
এসব জেনে আসতে আমার দুপুর যদি বয়েই যায়,
খুঁজতে আসে রাখাল যদি বাড়ীর লোকে কেউ না খায়,
তুমি যদি তেলের বাটি গামছা হাতে চেয়েই থাক,'
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিওনা কথা রাখ'।

পদ্ম আমি তুলবো আজি, করবো পথে ছড়াছড়ি,
আহ্লাদেতে কাশের ক্ষেতে আজকে দেব গড়াগড়ি ;
সবুজ সবুজ ঢেউ খেলেছে ধানের ভুঁয়ে, অবুঝ আমি,
ঝম্ফ দিয়ে হুড়মুড়িয়ে নদীর জলে পড়বো নামি।
সানাই বাঁশী ঢোল কাঁশীতে লেগে যাবে বড়ই ধুম,
চক্ষু বুজে ভাব্‌বো শুয়ে, দুপুর রাতে নাইক' ঘুম।
নতুন কাপড় চাই মা আমার, পুরাণোতে হবেনাক'
মা তোমার আজ পায়ে পড়ি, গাল দিও না কথা রাখ'।

রাঙা চুড়ি।

জনক আসিল বাড়ী, এনে দিল রাঙা চুড়ী
পূজাদিনে মেয়েটিরে তার,
পরি' তাই দুটি হাতে সে আজ পুলকে মাতে,
দেখায়ে বেড়ায় দ্বার-দ্বার।
সানাই শুনিয়া কাণে পূজার মণ্ডপ পানে,
ছুটে যেতে পড়িল ধূলায়,
আঘাতে কাচের চুড়ী একেবারে হলো গুঁড়ি,
চেয়ে দেখ, একি হায় হায়।
উঠিবে না ধূলা ছাড়ি,' ফিরিবে না আর বাড়ী,
কাঁদে শুধু গলা ছাড়ি' দিয়া ;
ভাঙা চুড়ি বার বার জোড়া দেয় কাঁদে আর,
চুল ছিঁড়ে লুটিয়া লুটিয়া।

পিতা আসি তুলে বুকে, চুমা দিয়া বলে মুখে,
'এতে আর কিসের কাঁদন ?'
ভয়ে খুকী মুদে আঁখি, মাতা কি বলিবে ডাকি'!
নষ্ট হ'ল বহুমূল্য ধন !
পিতা কহে, 'মা আমার, কেন মিছে কাঁদ আর ?
এনে দিব—ভারি এর দাম !'
থামিবে না কোন'রূপে, তবু খুকী ফুঁপে ফুঁপে
কাঁদিয়া চলিবে অবিরাম।

কে বুঝিবে তার ব্যথা ? কহে সবে বাজে কথা,
মূল্য শুধু ভাবে পয়সায় ;
আকুল বাঞ্ছার যাহা যত ক্ষুদ্র হোক তাহা,
মিলিবে কি হাজার টাকায় ?
সমগ্র বালিকা-প্রাণ চুড়ী সনে খান খান !
দাম দিবে কেবা বল' তার ?
এমন পূজার দিনে সেই রাঙা চুড়ী বিনে
তার যে গো সকলি আঁধার !

বিজয়ার আহ্বান

আজি এস ওগো এস বুকের সকাশে কে আছ দাঁড়ায়ে দূরে,
মিল'রে শূন্য বেদীর নিকটে,—জননী-শূন্য পুরে।
ভাল হয় মিল আঁখির সলিলে,
ভাই বলে আজ ভায়েরে ডাকিলে,
আজিকে হৃদয়ে হৃদয় মিলিলে কভু নাহি ভাঙে চুরে।
এস ওগো এস প্রাণের নিকটে, কে আছ দাঁড়ায়ে দূরে।

আহা ওরে ও কাঙাল কে আছ দুয়ারে নয়ন করিয়া নীচু,
কেগো শোকাতুর মুছিছো অশ্রু দাঁড়ায়ে সবার পিছু ;
ধনী দীন আজি নাহি ব্যবধান,
মা'র স্নেহ সবে করেছে সমান,

বিদ্যাবুদ্ধি ধর্ম জাতি জ্ঞান প্রভেদ নাহিক কিছু,
ছাড়' সঙ্কোচ মুছ' আঁখি ভাই নয়ন করোনা নীচু।

তব এখনো যজ্ঞবিভূতির ফোঁটা ললাটে বিতরে ভাতি,
শোভিছে হস্তে অপরাজিতার শ্যামল বলয় পাঁতি,
মার চঞ্চল অঞ্চল বায়
পুলকাঞ্চনে শিহরিছে কায় ;
চন্দনরাগ চন্দ্রের প্রায় উজলি রয়েছে রাতি,
মায়ের আশীষ হবে আমাদের সারা বরষের সাথী!

আজি শূন্য যদিও বাহিরের বেদী অন্তরে তা'তো নয়
তবে কেন খেদ, তাই এ মিলনে বুঝে কর শোকজয়!
মা বলে ডাকিতে দিয়ে অধিকার,
করেছে জননী সবে একাকার ;
বছর বছর দীন হীন লাগি মার স্নেহ দেহময়
সবে তাঁরি ছেলে বুঝাতে তাঁহার বাহিরে অভ্যুদয়!

আজি লয়ে এস শুধু প্রেমের বন্যা লয়ে এস কোলাকুলি
আজি ক্ষমা কর সারা বরষের সব অপরাধ গুলি।
দূরদেশে আছে বন্ধু যে জন,
স্নেহভরে তারে করহ স্মরণ ;
লোকান্তরের প্রিয় জনটিকে স্মরিতে যেও না ভুলি,
ঘৃণা কর যারে তাহারো সহিত কর আজি কোলাকুলি।

হেমন্ত

হেমন্তোৎসব

(১)

মিল'—মঞ্জুল প্রাণে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী
আজি—মন্থন কর অন্তরভরা পঞ্চ যাগের অগ্নি,
এস—সুস্নানপূত, সস্নেহ চিতে গৌরবধৃত রঙ্গে,
এস—কুন্দদশনে মন্দহসনে শুভ্র বসন অঙ্গে,
ওগো—বিশ্বে আজিকে নিঃস্ব কে আছে, বিত্ত কি শুধু অর্থে ?
ওগো—ভগ্নী ভ্রাতার সম্প্রীতি হতে সম্পদ্‌ কিবা মর্ত্ত্যে ?
সবে—চিত্তে আজিকে সঞ্চার কর' ঐক্যের অনুরক্তি,
আজি—বাক্যে করমে জাগ্রত কর' শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি,
মিল'—মঞ্জুল প্রাণে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী
আজি—মন্থন কর অন্তর ভরা পুণ্য যাগের অগ্নি।

ওগো—শুদ্ধ যে নামে আহ্বানে হয় চক্ষু সলিল পূর্ণ,
কভু—গণ্ড যাদের পাণ্ডু হেরিলে বক্ষটি হয় চূর্ণ,
হের—অদ্য তা'দের হৃদ্য মিলনে বিশ্বে নেমেছে স্বর্গ,
ঐ—পুণ্য নয়ন পল্লবছায় সঞ্চিত অপবর্গ।

রহ—ভগ্নীভ্রাতার সখ্যে যেন গো অদ্যাপি একই গর্ভে,
ক্রূর—অন্তক দ্বারে কণ্টক আজি নিক্ষেপ কর' গর্ব্বে,
ঐ—অন্তরতম প্রার্থনা পশে নিশ্চয় বিভু কর্ণে,
তাঁর—সন্তান তরে অশ্রুশিশির সঞ্চিত আঁখি পর্ণে,
মিল'—নির্ম্মল প্রাণে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী
আজি—মন্থন কর অন্তরভরা পঞ্চ যাগের অগ্নি।

আহা—নিষ্ঠার দুধে শ্রদ্ধার ক্ষুদে পক্ক যে পরমান্ন,
কর'—দীর্ঘ আয়ুর যজ্ঞীয় চরু অর্ঘ্য বলিয়া মান্য।
লাজ—কুণ্ঠিতা অবগুণ্ঠন ফেলি' সঙ্কোচ বাধা বন্ধ,
আজ—হিন্দুর এই পুণ্য প্রথায় অর্পিল প্রেমানন্দ।
কার,—যত্নের ধন রত্ন পরম মৃত্যু সাগরে মগ্ন,
আহা—অদ্য সে শোক সদ্য হইয়া কণ্ঠের স্বরে লগ্ন,
ঘন—দুঃখের মেঘে অশ্রু বরষে লুপ্ত আঁখির দীপ্তি,
লভ'—অন্যের ভায়ে ভ্রাতৃ মননে আংশিক পরিতৃপ্তি।
মিল—সুন্দর প্রাণে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী,
আজি—মন্থন কর অন্তর ভরা পুণ্য যাগের অগ্নি।

ঐ—অন্তর-ঘন মন্ত্রে বোন রক্ষার টীকা অঙ্কে,
তাহে—কুগ্রহ যত নিগ্রহ লভে কল্যাণময় শঙ্খে,
তার—চন্দন চূয়া বিন্দুর ভাতি ভাস্বর করে মূর্ত্তি
শুধু—তাম্বুল যার সম্বল, তার অন্তরে ক্ষতি পূর্ত্তি।
কর—ভক্তি আনত কুন্তলে তার ধান্য দূর্ব্বা বৃষ্টি।
তার—গুপ্ত সহন—দুঃখ দহন নির্ব্বাণে রাখ' দৃষ্টি।

কর'—প্রার্থনা, যেন ভগ্নীর গৃহে লক্ষ্মীর কৃপা বর্ষে
তার—সিন্দুর যেন সুন্দরতর অক্ষয় হয় হর্ষে।
'মিল'—নন্দিত প্রাণে মঙ্গল দিনে বঙ্গের ভাই ভগ্নী
আজি—মন্থন কর অন্তর ভরা পঞ্চ যাগের অগ্নি।

(২)

আজিকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পরম মিলনের দিবসে,
সকল বাধাহারা হিয়ার রসধারা, প্রাণের পাই সাড়া হরষে।
শাস্ত্র আজি তার রুক্ষ আঁখি তুলি
শাসন করেনাক, ধরে না দোষগুলি;
হিয়ার অন্তরে মন্ত্র জাগে যাহা, আজিকে নহে তাহা ঘৃণ্য,
প্রেমের অস্ত্রে যে সকল শাস্ত্রের বাঁধন শৃঙ্খল ছিন্ন।

ললাটে লেপি চুয়া অর্পি পানগুয়া বিপ্রে গোপবালা পরশে,
রঙীন আনকোড়া লভিয়া শাড়ীজোড়া বাবুর শিরে প্রীতি বরষে।
ভৃত্যে বলি দাদা আজিকে ধনিবালা
সমুখে ধরে পরমান্নভরা থালা।
দাসীর কর হ'তে আশীষ লভে আজি প্রভুর পুত্রেরা সাদরে,
আজিকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পরম মিলনের বাসরে।

নগর হ'তে আজি এসেছে ধনিজায়া কাঙ্গাল ভ্রাতাটির ভবনে,
ভ্রাতার ব্যথা স্মরি সোণার শেজ'পরি রুচেনি তার সুখ সেবনে;
সোহাগে ঢল ঢল, নয়ন ছল ছল,
মুক্তা বরষে সে আজিকে অবিরল।

যেজন ধনবান প্রতুল করে দান বক্ষে বাজে ব্যথা কত না,
দুখিনী ভগিনীর মুছায় আঁখিনীর সারাটি বরষের যাতনা।

আজিকে হেন দিনে শ্বশুরগৃহ কোণে ভাসিছে কে গো আঁখি সলি
শাশুড়ী নিষ্ঠুরা রাগিয়া জ্ঞানহারা, বাপের বাড়ী যাবো বলিলে।
যতনে কত কি যে সকলে বঞ্চিয়া,
বুকের অঞ্চলে রেখেছে সঞ্চিয়া,
একটি দিন তরে বিদায় মাগে সে যে কাঁদিয়া সকলের চরণে,
সারাটি বরষেরে আঁধার করনাক একটি দিবসের কারণে।

আজিকে সাত ভাই চম্পাসম জাগি রহ এ বঙ্গেরে উজলি'
ভ্রাতৃগরবিনী পারুল ভগিনীর উঠুক হৃদিসুধা উছলি,
কাহার ভাই নাই কে কাঁদে ধূলিতলে,
মুছাও অঞ্চলে তাহার আঁখিজলে,
একের অভাবেরে ডুবাও সাতটির স্নেহের সাত সুধা সাগরে,
আজিকে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের পরম মিলনের বাসরে॥

হেমন্তের শস্যক্ষেত্রে

দিগন্ত বিশ্রান্ত ঐ শ্যামসিন্ধু করে টলমল
শ্যাম পদ্মদলে তথা নারায়ণ শ্যামলসুন্দর,
শ্যামাঞ্চল ঘেরা অঙ্গ, লক্ষ্মী তাঁর সেবে পদতল
পারিজাত পরাগের অঙ্গরাগে বরাঙ্গ ধূসর।

সমীর সাঁতারি চলে বহি বহি অমৃতের কণা
মরকতে পদ্মরাগ ফলাইছে কৌস্তুভের জ্যোতিঃ,
উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত ছুটাছুটি করে আনাগোণা
বরুণের রত্নাগার লুটে লুটে আনে রত্ন মোতি।
অঞ্চল মাণিকে ভরা বিচ্ছুরিছে তার রশ্মিমালা
ভরেছে কড়ির ঝাঁপি আশীর্ব্বাদে, মঞ্জুষা, কল্যাণে
দুগ্ধে ভরা স্বর্ণকুম্ভ অন্নে ভরা রতনের থালা।
প্রাণেশের বরাভয়, পুত্র-স্নেহ ভাতিছে বয়ানে,
সমাপি পতির সেবা চলে লক্ষ্মী সন্তানভবনে
দ্রোণপুষ্পে লাজবর্ষ, বাজে শঙ্খ প্রাঙ্গনে প্রাঙ্গনে।

নবান্ন

আজি বঙ্গের পল্লী আলয়ে নবীন ধান্যে নবান্ন,
পুরাতন আজি লভিছে বিদায় নূতনের আজি প্রাধান্য।
বাজায় শঙ্খ কুল-বধূগণ, ঘরে দ্বারে আজি রচে আলিপন,
ভিক্ষুক'ও আজি করে বিতরণ কৃপণেও আমি বদান্য।
আজি বঙ্গের পল্লী আলয়ে, সোণার ধান্যে নবান্ন।

অতিথিরে আজি ডেকে আনে গৃহী সমাদরে সে যে আরাধ্য
কাকে কুকুরেও সকলের আগে লভিছে আজিকে সুখাদ্য।
গিন্নীর রূপে আজিকে কমলা স্নানপূত শুচি শ্লথকুন্তলা
ধরেছেন হাতে অন্নের থালা ব্যঞ্জন তাহে বাহান্ন।
আজি বঙ্গের আলয়ে আলয়ে পরমোৎসবে নবান্ন।

দেবগণ আর পিতৃপুরুষ আছেন যাঁহারা পরত্রে
তাঁহাদের সনে পংক্তিভোজন হয় আজি হেথা একত্রে।
নিঃস্ব বলিয়া ছিল যে মলিন, পেলেও প্রতুল পুনঃ দানে দীন,
আজি তারা তাই করে বিতরণ প্রভাত হইতে সায়াহ্ন ।
পরমোৎসবে হাসি কলরবে আজিকে বঙ্গে নবান্ন।

বহুদিন হতে অর্দ্ধ অশনে দেহ হয়ে গেছে বিশীর্ণ,
খেতে পাওয়া চেয়ে দিতে না পারিয়া হৃদয় তাদের বিদীর্ণ।
এ দানসত্রে এই শুধু ব্যথা, ভাবে না বাঙ্গালী আখেরের কথা,
লক্ষ্মীর সুত ভিক্ষা যে মাগে দুঃখ কি ইহা সামান্য ?
আজি বঙ্গের পুণ্য ভবনে নবান ধান্যে নবান্ন।

শেফালি

অশুভ আমার পরশ-বাতাস—আমি গো দুখিনী শেফালি ;
ছুঁয়ো না, আমি যে কানন-রাণীর সদ্যোবিধবা দুলালী।
কালি ছিল মোর বাসর-শয়ন,
প্রিয় সনে রাতে হইল মিলন,
কত রসাবেশ, কথা সে অশেষ, রাতি জাগি হাসি কত বা!
প্রভাতের সনে ঝরিয়া পড়েছি, হয়েছি অভাগী বিধবা।

এখনো রয়েছে তাম্বুল-রাগ অধরের' পরে লাগিয়া,
এখনো এ দেহে জাগে রোমাঞ্চ প্রিয় সনে রাতি জাগিয়া ;
স্বেদকণাগুলি রহিয়াছে গায়ে
নীহারের মত, যায়নি শুকায়ে,

এখনো প্রিয়ের চুম্বনরাগ শোণিতে রয়েছে জমিয়া।
তবু প্রাতে, বালা, হয়েছি বিধবা পড়িয়াছি ধূলি চুমিয়া।

রসাবেশে যবে ভরপূর প্রাণ কালি কিসলয়-শয়নে,
ইন্দ্রধনুতে ভরেছে পরাণ, তন্দ্রাজড়িমা নয়নে,
কালকীটে নাথে দংশিল শিরে,
ফুরাল সকলি, নীল তনু ধীরে,
বাসর-শয়নে বিধবা জগতে—হেন অভাগিনী নাই রে!
রৌদ্রচিতায় সহমৃতা হতে চলেছি, বালিকা, তাই রে।

ছুঁয়ো না বালিকা, আমিরে অভাগী, শুধু যে মরণ চাহি গো,
তোমার পুণ্যপুকুরের ব্রতে মোর তরে ঠাঁই নাহি গো।
যদি চাও তবে লহ ডালা ভরে'
প্রিয় লাগি' বুকে যে শোণিত ঝরে,
বসন রঙায়ে পরিও লভিবে জয় তবে নারী-জীবনে,
প্রেমবিজয়ের বারতা ঘোষিবে সে পীতকেতন ভুবনে।

হেমন্ত নিশায়

তুমি আমায় জাগাইতে করতে ডাকাডাকি
তবু আমার ভাঙ্‌ত নাক ঘুম,
হাতে করে পাতায় ধরে' খুলে' দিতে আঁখি
গণ্ডে আমার খেতে শতেক চুম।

হতাশ হয়ে ছেড়ে দিতে অঙ্গ দুলানো,
ঘুমত আমার ভাঙ্‌ত নাক ত্বরা।
এমনি তোমার পরশ প্রিয় সকল ভুলানো
এমনি মোহন, ঘুমে মগনকরা।

হেমন্তের এ দীর্ঘনিশা ঘুমটি নাহি মোটে,
শয্যাতে আজ রাত্রি সারা লুটি,
শেষ রাতেতে তন্দ্রাটুকু যদিই বা সে জোটে,
চম্‌কে আবার আপনি জেগে উঠি।

আজকে তুমি এসো প্রিয় হতাশ হবে না,
সারানিশি রইব আমি বসি,'
পড়্‌বে ঢুলে—রাত্রি জাগা তুমিই স'বে না
হেরব কোলে সুপ্ত মুখশশী।

আজকে হঠাৎ এসো যদি আমার গৃহদ্বারে
ডাকৃতে মোরে হবেইনাক স্বামী
হবেনাক দ্বারে আঘাত দিতেই একেবারে
পায়ের ধ্বনি চিন্‌বো শুনে আমি।

তুমি যখন কাছেই ছিলে—এমনি পোড়া বিধি
ঘুমে পড়ে' তোমায় হারাতাম,
স্বপনেও পাইনা বুকে আজ্‌কে তোমা নিধি
আজ্‌কে নাহি স্বপনেরও নাম।

শিশির

শীতের প্রতি

ওগো জ্ঞানী ওগো বৃদ্ধ স্তব্ধধ্যানী হে শীত মহান্
আড়ম্বর-আন্দোলনশূন্যচিত্ত গম্ভীর ধীমান্।
করেছে নিবিড় চিন্তা তব শিরে খালিত্য প্রকট,
চর্ম্মে চিহ্ন রেখে গেছে জীবনের সহস্র সঙ্কট।
ইন্দ্রিয়ের দুর্গগুলি চূর্ণ করি সমরে আকুলি,
শোক-তাপ এঁকে গেছে ও ললাটে বলীরেখাগুলি,
পেলব কামনারাজি তব আজি পলিত গলিত,
ব্রহ্মচর্য্যদৃঢ় আর যোগজয়ী যা' ছিল ললিত।

আজি নাই দৃপ্ত কণ্ঠে বজ্র-গর্জ্জ ঘোর ঘনদলে,
বিদ্যুৎ ভ্রূকুটী রোষে আঁখিপুটে আজি নাহি জ্বলে।
তরঙ্গের চললাস্যে আজি নাই যৌবন বিলাস
কূজনের কলহাস্যে নাহি আজি প্রমত্ত উল্লাস।
অশোক কদম্ব চম্পা মুচুকুন্দ মল্লিকার মালা,
শুকাইছে উপবনে, শূন্য আজি প্রেমোৎসবশালা।

তোমার দেউল শূন্য, পূর্ণ শুধু শুষ্ক পত্রহারে,
দশা-তৈলহীনদীপে, শূন্য কুম্ভে, ধূপভস্ম ভারে।
একে একে শেষ এবে জীবনের পর্ব্বপূজা সব,
শূন্য দোল রাসমঞ্চ থেমে গেছে শঙ্খঘণ্টারব।
গৃহধর্ম্ম করি শেষ ওগো ত্যাগি চিত্ত করি স্থির,
আচার্য্যের দর্ভাসনে বসিয়াছ বস্তুজয়ী বীর।

ললিত শ্যামল মোহে, তব জ্ঞাননেত্র মেলে চাও,
দুঃখের নীহার দিয়ে ঝরাইয়া উড়াইয়া দাও।
টুটাইয়া দাও তুমি যৌবনের সোন্দাল স্বপন,
ঘুচাও আঁখির পুটে পুষ্পাসবে অরুণ বরণ।

অপূর্ণেরে পূর্ণ করি অপক্কেরে পক্ক করে' তুলি,
পরিণত করো তুমি, অপুষ্ট ও চিত্তবৃত্তিগুলি।
ঝরাইয়া দিয়া ভ্রান্তি কুসুমের চিত্রবর্ণ দল,
বাহির করিয়া আনো তার মাঝে সত্য তত্ত্বফল।
যোগমগ্ন গৃহিজনে তেয়াগিতে ফুলধূলি খেলা
ডেকে বলো, দিন যায় শেষ প্রায় জীবনের বেলা।
উচ্ছৃঙ্খলে শান্ত করি বিশৃঙ্খলে গুছায়ে জমায়ে,
ছিন্নে ভিন্নে শৃঙ্খলিয়া উদ্ধতের গতিটি কমায়ে,
শেষ দিবসের কথা শ্মশানের ভৈরব সংবাদে,
গর্ব্বেরে কাঁপায়ে তুলো কাঁদাইয়া দাও অপরাধে।
ভাবাও, নীরব কর্ম্মী কর বিশ্বে ওগো দার্শনিক।
হট্টগোল, কোলাহল, তর্কদ্বন্দ্বে দাও শত ধিক্।

কুন্দশুভ্র কর আজি তমোময় পাপিষ্ঠের মন,
হউক বিস্ময়ে ভয়ে লোধ্রপাণ্ডু অবিশ্বাসী জন,
শস্য দূর্ব্বা শুভাশীষে আশ্বাসিত হোক্ অনুতাপ,
কৃচ্ছ্র কণ্টকিত বৃন্তে ফুটে রো'ক ভক্তির গোলাপ।
জীবনের নীলজ্বালা অর্ক সম কণ্ঠে ধরি আর
দ্রোণপুষ্প সম কর শুভ্র তব জ্যোতির বিস্তার।

সত্য বটে হবি দিয়া কে কোথায় নিভাবে অনল?
প্রবৃত্তির পরিপাকে যে নিবৃত্তি তাহাই অটল।
প্রকৃতির গতিপথ ধরি শেষে আসুক কাননে,
অবশ্য ডাকিবে তুমি ভোগক্লান্ত অধিকারী জনে
মিটিয়াছে সব তৃষ্ণা ভোগতাপে অলস মন্থর,
এখনো সংসারে তবু জড়াইয়া রেখেছে অন্তর,
তাহাকে ডাকিতে হবে, পুনর্জন্মে কি হবে তাহার
সঞ্চিত প্রাক্তন তপ কিছু যদি নাহি থাকে আর,
ধুতুরা ফুলের পাত্রে পান করি নীহারের নীর,
ভক্ষিয়া গলিতপত্র আজি তারা হোক্ তপোবীর।
নিঃশেষিয়া রসপাত্র মোহরাজ্যে ক্লান্ত মায়াভ্রমে,
ব্যসনী সে নিক' দীক্ষা তত্ত্বশিক্ষা তোমার আশ্রমে।
অন্তঃপুর হতে ডাক' ভোগরত বৃদ্ধ মহারাজে,
যোগব্রত আচরিতে আসে যেন জটাচীর সাজে,
জ্ঞানকাণ্ড ধর্ম্মতথ্য কহ যোগি! দাও যোগবল
বসুক তোমারে ঘেরি যত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুর দল।

ইন্দিরা

আজি—ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ,
কর—মঙ্গলময় বঙ্গের গৃহ-প্রাঙ্গণ-তল-অঙ্ক,
আজি—বর্ষণ কর হর্ষসরস কাঞ্চন-চূ-র্ণ
তব—কঙ্কণ রব সঙ্গীতে কর' অন্তর পূ-র্ণ,
ঐ—জাগ্রত সব সুপ্ত,—
আজি,—দুঃখের তম লুপ্ত
অই—ইঙ্গিত নব দর্শনে তব উল্লাসে নিঃশঙ্ক,
আজি—ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ ॥

আহা—স্তন্যের ধারা কণ্ঠের মাঝে সন্তান চায়-গো,
ডাক'—অন্নের মুঠি বণ্টিয়া তারা লুণ্ঠিছে পায়-গো,
হরো—রক্ষের ক্ষুধা চুম্বে,
আর,—বক্ষের সুধাকুম্ভে
দেবি—অঞ্চলে তব মার্জ্জন কর দুঃখের যত পঙ্ক।
আজি—ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ ॥

ওগো—দৈন্যজনিত দুর্দ্দিন-জাত কল্মষ-হারি-ণী
মাগো—ভগ্নহৃদয় রুগ্নের শত-যন্ত্রণা বারি-ণী,
দিয়া—সান্ত্বনা আর শান্তি,
তুমি,—নির্ম্মল কর কান্তি
দেবি—বঙ্গের প্রাণ-অঙ্গেরে কর' উজ্জ্বল অকলঙ্ক।
আজি—ইন্দিরা মাগো মন্দিরে তব শব্দিত জয়শঙ্খ ॥

লক্ষ্মী-মা

আজি' এ লক্ষ্মীমাসে,
ধুলিমাখা পায়ে শত শত ভারী পসারা লইয়া আসে।
'ইতু ঘট' আর 'মুটের' মন্ত্রে হলো আবাহন মা'র,
মাঠ হ'তে গৃহে পড়িল তখন চরণের ধুলি তা'র,
নবান্নে তা'র করুণা সুধার প্রথম আস্বাদন,
তার পর এলো ভারে ভারে কার তত্ত্ব প্রেরিত ধন,
সবে এ লক্ষ্মী মাসে,
পরসেবা আর মার সেবা ছু'য়ে প্রভেদ হেরিয়ে হাসে।

বাড়ীতে আসেনি মা,
এ কথা বলিলে আজিকে ত আমি কিছুতে শুনিব না।
বেগুনের ক্ষেতে দেখেছি শিশুরে তাঁহার স্তন্য পিতে।
সীমমাচাতলে তনয়গুলির নয়নে কাজল দিতে,
বিনায়িত বেণী হেরিয়াছি তার "মড়ায়ের" পাকে পাকে,
মটর-শুটীর গুচ্ছে ঐ মা আঙুল নাড়িয়া ডাকে,
মা যদি আসেনি রে
এতদিন পরে ঢেঁকির উপর তবে পা'র দিল কে ?

ঘুরিছে মা কাছে কাছে,
নখগুলি তাঁর হেরেছি উজল অতসীর গাছে গাছে
গাঁদা বনে তাঁর মাথার সিঁদুর কুন্দের শাখে শাঁখা
উঠানে দুয়ারে আলিপনা দাগে চরণ-চিহ্ন আঁকা।

চারিদিকে চাহি কেমনে বলিব জননী আসেনি যে,
বাজে কেন শাঁখ তুলসীর তলে প্রদীপ জ্বালিল কে ?
বাড়ীটির আশে পাশে
উড়ে অঞ্চল বায়ু-চঞ্চল 'শরফুলকোর' হাসে।

আর এক কথা এই,
অন্নাভাবের দৈন্যদাহের দুখের লেশটি নেই,
এত যে অভয় আশীষের রাশি কোথা হতে একেবারে ?
কতক খামারে কতক ক্ষেত্রে কিছু বা নদীর ধারে,
কিছু বা পক্ক কিছু বা ফুল্ল কিছুতে ধরেছে ফল,
জননীর স্নেহ-চুম্বনসুধা ইক্ষুতে টল টল।
মা যদি আসেনি বলো,
সারা বছরের সুখের বিধান কোথা হতে তবে হ'লো ?

লক্ষ্মীমাসে

আজিকে আমার ভরেছে 'খামার' কনক বৈভবে,
হাসিভরা মুখ, সুখভরা বুক পরম উৎসবে।
পালায়-গোলায়-আঁটিতে-আঁটিতে,
লক্ষ্মীমায়েরে বেঁধেছি বাটীতে,
অঞ্চল তার পড়েছে লুটিয়া উটজ প্রাঙ্গণে
আজি দৈন্যের দুঃখ শাসন হয়েছে সাঙ্গ যে।

কম্পিত কলকণ্ঠে কপোত মেতেছে নর্ত্তনে,
আজি হাঁসগুলি করে কোলাকুলি প্রেমের কীর্ত্তনে
টানিছে কাহার বসন আঁচল,
আজি চঞ্চল ছাগশিশু দল,
মম গৃহে শুনি আজি শুধু ধ্বনি মায়ের মঞ্জীরে।
চরণকমলে হৃদয়ভৃঙ্গ লুটিছে 'গুঞ্জি'—রে,

ধানের ধূলায় ঢাকিও না নাসা আজিকে অঞ্চলে,
মেখে লও গায়ে মায়ের পায়ের ধূসর-মঙ্গলে।
অমাসন্ধ্যায় শূর্প-পবনে,
দিয়ে হুলুধ্বনি ভবনে ভবনে,
আজি অলক্ষ্মী পিশাচীরে দাও তাড়ায়ে প্রান্তরে,
গৃহ কমলার রচিত-বচন মোচন-মন্তরে।

এসেছে সুদিন ঘুচাইব ঋণ সকল ঝঞ্ঝাটে,
সুদ সহ কর শোধিব, ডরি না নবাবে সম্রাটে।
নূতন-করিয়া ছাওয়া হবে ঘর,
কমলার লাগি খুঁজি ভাল বর,
দিতে হবে শুভ বিবাহ তাহার প্রথম ফাল্গুনে।
আর'-কত-কি-যে সঙ্কল্পের রেখেছি জাল্ বুনে।

ভবন অঙ্কে বাজাও শঙ্খ সন্ধ্যা মন্দিরে,
কঙ্কণকরতালিতে নাচুক স্নেহের ধন ধীরে।
তীর্থের ব্যয় দিব আজি মায়,
আটবেঁকী দিব গৃহিণীর পায়।

পথভিখারীরে ডেকে নিয়ে আয় দাতার গৌরবে ;
তুলসী-কুঞ্জ করো আমোদিত ধূপের সৌরভে।

গাভীগুলি মোর চালিত না দুধ তৃণটি মিলিত না ;
আজি গৃহে উঠে দুগ্ধদোহনমুখর মূর্চ্ছনা।
খোকারে খাওয়াব আজি দুধে-ভাতে,
স্বর্ণের বালা দিব দুটি হাতে।
আজি শুভযোগ কমলার ভোগ পায়সে পিষ্টকে,
ইক্ষুরসের মধুর ধারায় সকলি মিষ্ট যে।

তেল-হলুদের উৎসব আজি সরিষা অঙ্গনে,
মটরের চারা পিচকারি দেয় বেগুনী রঙ্গনে,
বরবটি শুঁটী পড়ে লুটি লুটি,
শাঁখাণো পালং হেসে কুটি-কুটি,
অতসী দোপাটী গাঁদারে ঘেরিয়া সীম সে ফুলভরা
যেন রামধনু গৃহ আঙ্গিনায় লুটিছে মনহরা।

সিন্দুরঝাঁপি ভরি লয়ে রমা ফিরেছে মন্দিরে,
'পালায়' 'গোলায়' 'ডালায়' সোহাগ আজিকে বন্দী-
ঘাটে বাটে মাঠে কেবলি ধান্য,
নিতি নিতি গৃহে আজি নবান্ন,
গৃহদ্বার চাল উঠান মাচান ভরেছে সম্পদে,
ক্ষেত কুড়ানীরো পরাণে জেগেছে পুলক কম্প রে।

পদতলে ধান গায়ে শিরে ধান ধানি যে চৌপাশে,
যেন মোরা আছি জননীর কোলে অভয় আশ্বাসে,
তবু মাগো তব সুত বারমাস,
অন্নের লাগি অন্যের দাস,
আজিকার সুখ সম্পদ হেরি মনেতো হয় না গো,
তারা যে মাগিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বাঁচিয়া রয় মাগো।

শুভ সন্ধ্যায় করগো আরতি গাহগো বন্দনা,
কর' 'মুঠ'-পূজা বেদীগৃহদ্বারে আঁকগো আল্পনা।
লক্ষ্মীর জীবে বলনাকো কিছু,
ইতুঘট পাশে কর মাথা নীচু,
দাও গোলাতলে উঠানে খামারে গোময়মণ্ডলী
এসেছে আজিকে গৃহে দুখ পাপ ত্রিতাপ খণ্ডনী।

কুন্দ।

মকরপ্রাতে আঁখির কোণে অশ্রুকণা ভেটিয়া,
কুঞ্জমাঝে কুন্দ আমি উঠেছি আজ ফুটিয়া।
চেয়েছে কেগো হৃদয়পানে, পশেছে আলো বদ্ধ প্রাণে,
রুদ্ধ মম মর্ম্মকোষ গিয়াছে তাই টুটিয়া,
'ধন্য হ'তে পুণ্য-ধরা-চরণ-ধূলি লুটিয়া।

সমীর তুমি এস না হেথা লভিবে শুধু নিরাশা,
ভ্রমর তুমি গুঞ্জ'বৃথা মিটিবে নারে পিয়াসা।
মানব আঁখি এসনা ভাই, পাবে না সুখ, সুষমা নাই।
যা' কিছু ধন দীনতা, লাজ, হীনতা শুধু মরমে,
কুসুমভরা জগৎ হেরি ঝরিতে চাহি সরমে।

রাখি না সাধ ঋষিবালক সাজীতে লবে তুলিয়া,
চন্দনে যে ভূষিয়া রবো দেবতা পদে ঢলিয়া।
মন্দাকিনী সলিলে ভাসি, বারিধি পানে যাইব হাসি।
স্মরি সে সুখ শিহরে বুক, লাজে যে মরি লুকায়ে,
নিখিল ক্ষম স্পর্দ্ধা মম, এখনি যাব শুকায়ে।

গাওরে পাখী গাওরে গান মধুর তান তুলিয়া,
গোলাপ, গাঁদা গুরুগরবে হরষে পড়ো গলিয়া।
ও আভা পড়ি হৃদয়ে মম অশ্রু হোক ভূষণসম।
উলসি নাচ, ময়ূরী শ্যামা এ আঁখি সুখে হেরিবে
পুলকে মোর প্রেম-বিভোর ফুলজীবন ঝরিবে।

জগতে যদি জনম মম নিষ্ফল'ত হবো না।
প্রতি কণারই যথায় ঠাঁই, প্রতি কণারই সাধনা।
যে টুকু বল আমার প্রাণে লজ্জা কিসে সে টুকু দানে।
জগৎভরা জগদীশের উজল ফুল শয়নে,
নখের তাঁর জ্যোতিকণাটি বহিব প্রেম নয়নে॥

বসন্ত

বসন্তরাণী

(ইন্দ্রবজ্রাচ্ছন্দে সঙ্গীত)

বন্দে অনিন্দ্যাঙ্গি বসন্তরাণী।
এস—পুষ্পাসবারক্তিম নেত্রপর্ণে
চারু প্রবালোজ্জ্বলরম্যবর্ণে,
জাতীপরাগান্ধ ভৃঙ্গাঙ্গনাবৃন্দ—
সংঘুষ্যমানা তব পুণ্যবাণী ॥

এস—সৌগন্ধ্যমত্তাম্র লবঙ্গকুঞ্জে,
মন্দার চম্পা-নব মল্লীপুঞ্জে,
রোমাঞ্চনোৎপক্ষ বৈতালিক, প্লক্ষ—
বৃক্ষস্থ পক্ষীশত ঐক্যতানী ॥

এস—অশ্রুপ্লুতা স্ত্রীজন—পাণ্ডুগণ্ডে,
প্রত্যূষপাংশূন্মুখ-চন্দ্রখণ্ডে,
সঙ্গে তপোভঙ্গ- কারী প্রিয়ানঙ্গ,
লোলাক্ষিভঙ্গে ছলি' বিশ্বপ্রাণী ॥
মন্দস্মিতা বন্দি বসন্তরাণী ॥

বসন্তবাণী

এস এস মন্দিরে জননি!
এস—শীতশিশিরাহতে ভীতনীরবনতে
গীতসুমুখরিত করি' চির এমনি ॥

এস—পিকশুককুহরিতকুঞ্জে,
এস—দিককূলে রবিকর পুঞ্জে,
এস—অলিকুলগুঞ্জনে কলিকুলরঞ্জনে
ফুলমধুভুঞ্জনে পুলকিয়া ধরণী।
এস বনকান্তারে জননি ॥

এস—আম্রমুকুল মৃদু গন্ধে—
এস—তাম্রপ্রবাললীলানন্দে,
এস—নন্দনাগতদূত মন্দচল মারুতে—
চন্দ্রজ্যোছনাপূত করি তমোহরণী।
ছায়াপথ বাহি এস জননি ॥

এস—কোটিকোটিকবিকুলকণ্ঠে,
এস—তটেতটে কৃপাসুধাবণ্টে,
এস—অন্ধ তমসাবৃত মন্দধীমোহমৃত
দ্বন্দ্বপীড়িতহৃদে ধরি ধ্যানসরণী।
এস এস অন্তরে জননি ॥

বসন্তভারতী

শীতেরমাঝে ঋতুর রাজে মাতায়ে তুলি বনে বনে,
শঙ্কাশোক সঙ্কোচেরে ঘুচায়ে এস মনে মনে,
এস—আলোকজ্ঞানশলাকা দিয়া
নিখিল আঁখি উন্মীলিয়া।
বল্মীকেরা গুল্মঘেরা শিহরি উঠে ক্ষণে ক্ষণে।
আজি—এসমা সামপ্রণব ঋক্ নাদিনি!

পাখীহারানো শাখীরো দেখি ফুটালে আঁখি শতশত,
অসাড় দেহ শিহরি, শিশুপ্রবাল কাঁপে পত-পত,
মাগো—মূকেরে মৃদু মুখর করি'
কণ্ঠে এস কুণ্ঠা হরি'
বধিরে আজি অধীর করি শুনালে সুর কতমত।
মোর—জ্ঞানজীবনে জাগাও বাগ্‌বাদিনি॥

ফাল্গুনে।

ফাগুন এসেছে আগুন জ্বালায়ে গগনে গহনে অন্তরে,
দীপক গাহিয়া অরণি বহিয়া অগ্নিমন্থ মন্তরে।
অশোক পাটল শাখায় শাখায়,
জ্বালায়ে তুলেছে শিখায় শিখায়,
নাচায়েছে মরীচিকার রেখায় দূর দিগন্ত প্রান্তরে॥

সান্ধ্য রবির অভ্র চিতায় সারা বরষের জঞ্জালে,
তরুণ—হিয়ার উদ্দীপনায় অতীত স্মৃতির কঙ্কালে,
বিরহীর বুকে জ্বলেছে অনল,
জাগরণজ্বলা চোখে ঝরে জল,
দীর্ঘ শ্বসনে হৃদয় বিকল আগুনের জলে সন্তরে॥

গতকুজ্ঝটি ধূমউজ্জ্বল যজ্ঞে, উষার আশ্রমে,
ধূর্জ্জটিভাল-নয়ন তপনে মধ্যদিনের সংক্রমে,
স্মর-মন্দিরে জ্বলে' উঠে ধূপ,
অনলের ধূলি ধরে ফাগরূপ,
হোলীর লীলায় তাতায় মাতায় যতেক আবেশমন্থরে॥

মধুমাসে

আজি এই মধুমাসে সারা ধরা মৃদু হাসে
বধূর মধুর ভাবে অধরে মদিরাধারা।
পিয়ালের পিয়ালাতে সখী সহ অলি মাতে,
মহুয়া মলয় বাতে টলে মদমাতোয়ারা ॥

ঋতায়তে মধুবাতা সিন্ধুতে মধু বর্ষে
ছায়াপথে মধুগাথা ইন্দুতে গলে হর্ষে।
পথধূলি ফুলরেণু মধুধারা ঢালে ধেনু
বনে বাজে মধুবেণু গোপীজনহৃদিহারা ॥

গোলাপের রাঙা গালে বুলবুল বুনে লজ্জা
বকুলের ডালেডালে দোয়েলের ফুলশয্যা
মুকুলের মধুহাসে কোকিলের স্বর ভাসে,
পাপীয়ার প্রেমপাশে পারুল পাগলপারা ॥

নিখিল মিলন মাগে হৃদেহৃদে মধুআশা।
পথেপথে রাঙাফাগে, উড়ে ঘুরে ভালবাসা।
অশোকেরা মধু রাগে ফুটে উঠে বাগে বাগে
শ্মশানকুসুমো জাগে পাষাণো হাসিয়া সারা ॥

বসন্তে।

কাননমাঝে একটা কেমন চলছে যেন কাণাকাণি,
কি-যেন কি গোপনকথা হয়ে গেছে জানাজানি।
বকুল ভাবে আকুল হয়ে অকালে আজ ফুট্‌বনাকি ?
ভ্রমর বলে কোমর এঁটে আগেই আমি উঠ্‌ব ডাকি !
কুঁড়ির ভিতর গুমরে মরে' পলাশ আজি দিচ্ছে উঁকি,
ব্যাপার দেখে হাস্‌ছে আজি বনের যত খোকা খুকী'
কি হয়েছে বল্‌লে পরে ফ্যালফেলিয়ে কেবল চায় ;
প্রজাপতি আপন মনে ফুলের বনে মধুই খায়।

গাই-কিনা-গাই ভেবে যখন করছে দোয়েল আহাউহু,
চমক ভেঙে ধমক দিয়ে হঠাৎ কোয়েল ডাক্‌ল' কুহু।
পবন আজি কেমন কেমন করছে বড় মাখামাখি
নূতন পাতা গাবের গাছে করছে তখন তাকাতাকি,
বন-বাণীর হঠাৎ এ কি বাদাম পাতায় অধর রাঙা।
সারী দেখে শুকের আজি কথা কেমন ভাঙা-ভাঙা।
আমি বলি পথের তরু বলনা কি গো কথাই শুন,
মুকুলভরা আকুল পরাণ রসাল আজি হেসেই খুন।

করবীরের সকল শরীর আজকে মদের গন্ধময়,
জলের ছায়ায় মরাল হেরে মরালী ত মন্দ নয়।
বুলবুলিটির গান শুনে আজ গোলাপ সুখে ঢল্‌তে রয়,
সবাই আজি উদাস পরাণ নাইক বনে চল্‌তে ভয়।

বানরদলে হাত বুলাবার পড়ে গেছে বৈশাখ ধুম,
শিশুর কোমল কণ্ডূয়নে মেষের চোখে আসছে ঘুম।
আমি বলি 'হরিণবালা ব্যাপার কিগো বল না হায় ?'
মৃগনাভির গন্ধে ভরা মৃগের গা সে চেটেই যায়।

সারস আজি বৈরাগী ঘোর ঠেলে চলেন মাছের ঝাঁক,
বেড়ে গেছে আজকে রাতে চক্রবাকীর করুণ ডাক।
কিরাত ফিরে ফুলের বনে হারিয়ে ফেলে ধনুক বাণ।
রাখাল ছোঁড়া দুপুর রাতে বাঁশরীতে ভাঁজছে তান,
বাঘিনীব আজ হিয়ার ক্ষুধা পেটের ক্ষুধা গেছে কমে
কৃষ্ণসারের নয়ন দুটী পরশে কার পড়ছে নমে।
ব্যাপারখানা জিজ্ঞাসিলে কয়না কথা ব্যাধের মেয়ে,
নদীর ঘাটে গা ডুবিয়ে গান গায় আর হাসে চেয়ে।

কৃষকবালার ভিজছে বসন কলস ভেসে যাচ্ছে জলে,
চাষার ছেলে বলদ নিয়ে আসছে ভুলে লাঙ্গল ফেলে।
বৌ-মা আজি পোড়ান ভাজা চূণ না দিয়ে সাজেন পাণ,
গিন্নী আজি কিসের ঘোরে গালটা দিতে ভুলেও যান।
চড়ায় জোরে নৌকা ঠেকে, হুঁস তবে পায় আজকে মাঝি,
মাছটা ছুঁড়ে শামুকগুলো করছে জড়' জেলে আজি।
শুধাই যদি গুরুমশাই ব্যাপারখানা কি রকম ?
গুরু মশাই শোনেন শুধু পায়রা গুলোর বক্‌বকম।

ত'বিল গোল ঠিকের ভুল আফিস বাবুর ঝরছে ঘাম,
বড় সাহেব নাম সহিতে লেখেন নিজের মেমের নাম।
উকিলবাবু টানেন শুধু গুড়গুড়িটে, তামাক নাই,
কোর্টে বসেই গুণগুণাচ্ছেন কড়া হাকিম, দেমাক নাই
ছাত্র দেখেন Calculus এ কণ্ব ঋষির তপোবন,
খাতার পাতায় পত্র রচে চতুষ্পাঠীর শিষ্যগণ।
আমরা দেখি হঠাৎ ভোঁদা কবি হ'ল লিখছে গান
কবি আজি বেজায় ভাবুক গাইতে গাইতে লিখেই যা'ন।

বসন্তে কাননরাণী

দাঁড়া'ল আজ কাননরাণী নদীর তটে, আলোকে,
মূরছিছে ঢেউগুলি তা'র চরণ তলে পুলকে।
ঝিক্‌মিকানো নয়ন হরা,
কিসলয়ের বসন পরা,
পরশে তা'র শিউরে ধরা, মঞ্জরী ফুল মুকুলে।
হরষ তাহার বাসক চাঁপায়, বাসনা তা'র বকুলে।

অঙ্গে তাহার ঊর্ণনাভের স্বর্ণজালের ওড়না ;
হাস্য,—যেন রক্তশিলায় কুন্দ ফুলের ঝরণা।
কল্পতরু সজ্জা দিয়ে,
রয় যে শুধু লজ্জা নিয়ে ;
অগুরুরস, মৃগমদের গন্ধ ছুটে তনুতে
লক্ষকোটি জোনাক জ্বলে নখের প্রতি অণুতে !

খঞ্জনেতে কটাক্ষ তা'র চায় সে মৃগনয়ানে,
অঞ্জনেতে সুপ্ত অলি, গুঞ্জনহীন বয়ানে।
দৃষ্টিতে তার সৃষ্টি করা,
ময়ূর বধূ, নৃত্যপরা।
নিশ্বাসে তার বাতাস ভরা, ফুলের মধু রেণুতে
কয় সে কথা পাখীর গানে, গায় সে যে গান বেণুতে।

উল্লসিত বল্লীবিতান ঘুরছে ছায়া বিতরি
ঝিল্লীনূপুর বাজে পায়ে আকাশ বাতাস মুখরি ;
শুক্‌নো পাতা মুরমুরিয়ে
পায়ে পায়ে যায় গুঁড়িয়ে,
ঢেলে মধু ঝুরঝুরিয়ে আঁচল রহে লুটিতে ;
ঝুম্‌কো লতার মেখলাটী খসে' পড়ে কটিতে।

ব্যাঘ্র চাটে পা'দুখানি, সর্প নমে চরণে
করীকরভ করে সেবা কমল উপহরণে।
মুগ্ধ করি বীণার স্বরে
সিংহে আনে কেশর ধরে'
তমাল ঝাউয়ের অন্ধকারে, ছড়িয়ে দিয়ে চিকুরে।
কাননরাণী দেখ্‌ছে আনন নদী জলের মুকুরে।

বসন্ত লক্ষ্মী

সে দিনো মাধবী রাতি, নিখিল উঠিল মাতি
হৃদয় ফুটিল লুটি হাস্যে,
সব হিয়া পূরণিমা সব রঙ অরুণিমা
সব গতি হ'ল মৃদুলাস্যে ;
চকোরী চেতনা পেয়ে মিলিল গো গান গেয়ে
ষোলকলাচল চল চান্দে,
সব রসধারা মিশি ছুটিল যে দশ দিশি—
টুটিল যে সব বাল্ বান্ধে।
পিকবধূ শিহরিল কুহু কুহু কুহরিল
সাধু ভরি' বিহরিল ভৃঙ্গ,
চখাচখী মোহে দুহুঁ মুরছিল মুহু মুহু
রতিপতি ফুকরল শৃঙ্গ।
ফাগরেণু ফুলে ফুলে উড়াইল দুলে দুলে
হোলী-লীলা দোল রসরঙ্গে ;
কিসলয় কমরাগে পুলকাঞ্চন জাগে
রসাবেশে বন রাণী অঙ্গে।
তোমার বরণ তরে বাজিল দেউল ঘরে
বেণু বীণা শাঁখ আর ঘণ্টা,
দূরাগত রুণঝুণ শুনি মোর লাখ গুণ
হৃদয়ে বাড়িল উৎকণ্ঠা।

তব আগমন বীথি- ভরা শন শন গীতি,
স্থচিল যে কোটি মধুমক্ষী—
মম মনোমন্দিরে এলে তুমি ধীরে ধীরে
নবীন বসন্তের লক্ষ্মী।

ছিলে বিধু মল্লীতে ছিলে মধু বল্লীতে
নখরুচি কিংশুক কুঞ্জে,
ছিলে তুমি গুঞ্জনে বনভরা শিঞ্জনে
নিখিলের সব শোভাপুঞ্জে।

পটলের ডালে ডালে পিকরুত তালে তালে
পা ফেলিয়া এলে হৃদিসদ্মে,
মধুঋতু বৈভব, মধুরেণু সৌরভ
হ'য়ে জাগে তব লীলাপদ্মে।

তব দুকূলাঞ্চল- ভরা মৃদু চঞ্চল
মলয় আসিল ধীর মন্দ্রে,
মরমের বেণু বনে পশি সে যে খনে খনে
বাজাইল শত কোটি রন্ধ্রে।

তব মধু দিঠি পাতে সে দিনের মধুরাতে
নয়নের গেল জরালস্য,
তোমার চিকুর চুমে জীবনের মরুভূমে
শিহরিল নীলফুল শস্য।

বাসনার শিখিনীরে নাচাইল ধীরে ধীরে
কঙ্কণ তব মণিবন্ধে,
বনভরা মরমর বিহগের কলস্বর
জাগিল যে কবিতার ছন্দে।
তোমার হরিণ-আঁখি মুদে এল রেণু মাখি'
প্রিয়ের পিয়াল মধুচুম্বে,
সে রজনী কিবা শুভ ভাষা মোর ডুব' ডুব'
আশাভরা সুধারস কুম্ভে।
বাহিরের ঋতুবাজে আনিলে এ হৃদিমাঝে
যথা তার চিরসিত ছত্র,
সেই হতে রাজ-রমা তুমি আছ প্রাণ সমা
খুলি সুষমার দানসত্র।

কোকিল

কুহু কুহু মুহুর্মুহু উহু উহু উহু কি বেদনা,
কার ঐ মর্ম্মব্যথা তব কণ্ঠে লভিল মূর্চ্ছনা ?
হৃদয়ে লুকাতে ছিল ব্যথা কারা লজ্জায় কুণ্ঠায়
আত্মহারা কণ্ঠ তব কেন পিক জগতে জানায় ?
প্রফুল্ল বসন্ত বুকে কোন ব্যথা বহিছে গোপনে,
জীবনের রক্তরাগে কোন ব্যথা প্রেমের স্বপনে ?
চুম্বনে গুঞ্জনে গানে মধুপানে অতৃপ্তি না যায়,
ক্ষণে ক্ষণে অবসাদে দীর্ঘশ্বাসে করে হায় হায়!

কি ব্যথা উদাসরূপে চুপে চুপে বহে সমীরণে,
কেন আসে শিথিলতা ক্ষণে ক্ষণে দৃঢ় আলিঙ্গনে ?
কিংশুক কোরকমাঝে কোন্ ব্যথা ফুটিবারে চায়,
কোন্ অধীরতা পদ্মে বার বার ফুটায় মুদায় ?
শিশু পল্লবেরা কেন অকারণে করে ম্লান মুখ
কোন্ ব্যথা গুমরিয়া তুলিতেছে কাননের বুক ?
কি ব্যথায় ফুল মধু তিক্ত হয়ে কাঁটায় গড়ায়,
অশোকে ফুটালো রক্ত, মুকুলের করিলে কষায়।
ফুলশর ক্ষতে হয় বিন্দু বিন্দু শোণিত সঞ্চার
ফুটন্ত যৌবন যেন বৃন্তপরে হয়ে আসে ভার !
হাস্য মাঝে কি বিষাদ ভোগমাঝে রোগের মতন,
কণ্ঠাশ্লেষী প্রণয়ীও কি ব্যথায় হয় আনমন !
সবব্যথা এক হয়ে কুহু কুহু উহু উহু উহু
হে বসন্ত-কণ্ঠ তোমা' জেগে উঠে মুহু মুহু মুহু !
বিষের বুদ্বুদ যেন, সুধাহ্রদে অন্তস্তল হতে,
পূরবীর তান যেন প্রভাতীর বংশীরন্ধ্র পথে !
এ-কি বিরহীর ব্যথা সব সুখে করিয়াছ ম্লান ?
একি কোন' অভিশাপ ধীরে দহে সৌভাগ্যের প্রাণ ?
একি-গো অলর্কবিষ লালসার রক্ত মাঝে ফিরে
অনিত্যে অধ্রুবে একি রাখিয়াছে নিরাশায় ঘিরে ?
কুহু কুহু উহু উহু রে কোকিল আহা কি বেদনা !
কি দূরিবে ? সবে ব্যথী ! ও বধির বিশ্বেরে সেধনা !

বসন্ত বিদায়

পাংশুল হইয়া আসে কিংশুকের কুঞ্জ সুশোভন
পাণ্ডুর, ভাণ্ডীর-চম্পা-মুচুকুন্দ-সম্পাককানন।
নীরক্ত, বনশ্রী – যেন সদ্যোজেব প্রসূতির মত—
পিঙ্গল, কামনাবহ্নি হুতশেষ দহি অবনত।

সহসা গম্ভীর রুক্ষ, কিসলয় চিক্কন চপল,
আনন্দ মুকুল বুকে শিলাসম নুয়ে পড়ে ফল।
আজিকে চৈতালি ক্ষেত্র ভুলি মধু উৎসববারতা,
শুষ্কপত্রপুষ্পে কহে ধরিত্রীর দগ্ধোদরকথা।

যৌবনের বাধাহীন নৃত্যগীত আনন্দ মেলায়
সহসা কি অবিবেকী গুরুজন দেখা দিল হায়?
লাল্যলোল চরণেরে থামাইয়া আনে লজ্জাভার,
মাঝখানে থেমে আসে আনন্দের বসন্তবাহার।

বাজিছে ঘুঘুর কণ্ঠে সুকরুণ বেহাগের সুর,
প্রকৃতি-সীমন্তে ক্রমে ম্লান হয় শিমুল সিঁদুর।
হায়রে তিত্তিরি শুক সুর করি তত্ত্বকথা গায়,
পেচক কাজের কথা স্বপ্নরাজ্যে কেবল শুনায়।

জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় কে রে আঁখি করে উন্মীলন?
'চোখ গেল চোখ গেল' বিশ্বময় উঠিল রোদন।

হৃদয়ের দানসত্রে কে আনিল হিসাব নিকাশ ?
ছাড়িছে মালিনী বন ঋষিশাপে মর্ম্মর নিশ্বাস।
সারল্যের মুক্তি মাঝে দ্বন্দ্ব দ্বিধা সংশয়ের ছায়া,
বিরস বিজ্ঞতা কহে এ জীবন স্বপ্ন আর মায়া।
নিভৃতে ডাকিয়া কহে তত্ত্ববাদী দর্প উষ্ণ বায়ু,
'বন্ধু, ত্যজ চপলতা ফুরাল যে যৌবনের আয়ু'।
অক্রূরের ক্রূর বাণী কে শুনা'ল গোয়ালায় গাঁয় ?
বনমালা বাঁশী ত্যজি নিল আজি বসন্ত
বিদায়।

ব্রজবেণু—(মূল্য ॥৵০)

মতামত

পুস্তক খানি কেমন লাগিয়াছে, তাহার অল্প কথায় উত্তর—

"রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ পুস্তকে ভক্তিরস পড়ে ঝরি ঝরি
দর দর ঝরিয়াছে হেথা তব তপ্ত অশ্রুধারা।

আর পাঠ করিয়া—

"এবে শুধু ভাবমগ্ন কাঁদি ঝর ঝর গলে যায় হৃদয়ের শিলা।"

অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"শুধু মানব প্রকৃতিতে নহে, বিশ্বপ্রকৃতিতেও যে পুরাতন অথচ নিত্য নূতন লীলা চলিয়া আসিতেছে—রাধাশ্যামের গোকুললীলাকে আশ্রয় করিয়া কবি অতিনিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।" প্রতিভা।

"কৃষ্ণবিষয়ক কবিতাগুলিতে চিত্তহারিণী মাধুরীর প্রাবল্য। আমার মনে হয়, এইখানেই কবির বিশেষত্ব"

দেশমান্য অশ্বিনীকুমার দত্ত।

"বিখ্যাত বৈষ্ণব কবিগণের পর বোধ হয় রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় কালিদাসবাবু অদ্বিতীয়। তাঁহারা কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন আমরা বৈষ্ণব কবিগণেরই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেছি—পার্থক্য যাহা কিছু ভাবাগত। এই সুমধুর মর্ম্মস্পর্শী কবিতাগুলির স্থানে স্থানে পড়িতে পড়িতে, চিত্ত প্রেমে গদগদ হইয়া উঠে—নয়ন দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়। অতিবড় পাপীহৃদয়ও বোধ হয় ভক্তিভরে অবনত হইয়া পড়ে। কাব্যরচনার উদ্দেশ্য ইহা অপেক্ষা আর কত সফল হইতে পারে বলিতে পারি না।

কালিদাসবাবু আমাদের জাতীয় কবি। তাঁহার কবিতায় স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি এরূপ গাঢ় অনুরাগ, এরূপ প্রবল স্বদেশপ্রীতি লক্ষিত হয়, যে মনে হয়, কোন জাতির জাগরণের সময় ভগবান্ এরূপ কবিকেই তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য ধরাতলে পাঠাইয়া দেন। বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ব ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্যই, জাতিকে তাহার পিতৃপিতামহের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিবার জন্য এই শ্রেণীর কবিদের অভ্যুদয়।

কালিদাসবাবুর কবিতার ছন্দোমাধুর্য্য কর্ণে সুধা বর্ষণ করে। রসভাব, ছন্দঃ ও অলঙ্কার সকল দিকেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে। তাঁহার সৌন্দর্য্য-বোধও অসাধারণ। ভাষার উপর এরূপ আধিপত্য খুব অল্প কবিরই দেখিতে পাওয়া যায়। কবির ভাষা নদীর স্রোতের ন্যায় ইচ্ছামত নাচিয়া নাচিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া তালে তালে চলিয়াছে। ভাবে, ভাষায় ও ছন্দের ভঙ্গীতে চেষ্টার লেশমাত্র নাই। ভাব কোথাও ভাষার ভারে চাপা পড়ে নাই। ভাষাও কোথাও আড়ষ্ট বা প্রাণহীন নহে। এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতেই এই সব গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার বৈচিত্র্য মাধুর্য্য, লালিত্য, ঝঙ্কার, সরলতা, স্বতঃপ্রবৃত্ততা ও স্বাভাবিকত্ব অতুলনীয়। যমুনা।

ব্রজবেণু "মরমে পশিল মোর আকুল করিল সারা প্রাণ"। যখন সাময়িক পত্রে এর এক-একটি কবিতা বাহির হইত, তখন রোমাঞ্চিত প্রাণে পাঠ করিতাম; কিন্তু আজ একটির পর একটি সজ্জিত, গ্রথিত হইয়া এক নূতন জিনিষের নবীনতা লইয়া আমায় সম্ভাষণ করিয়াছে। ফুল যখন বিচ্ছিন্ন, বিস্রস্ত, তখনও সে ফুল বটে, কিন্তু মালা নহে; কবির এ কাব্য-কণ্ঠহার আজ বক্ষে—বক্ষের তলে যে সোনার সিংহাসন

—যেখানে দেবতাকে সে বসায়—সেইখানে চলিয়া গিয়াছে—আধুনিক কবিকুলে কালিদাসই একমাত্র ব্রজকবি। ব্রজের ভাব যুগ-যুগ হইতে কত সাধক, কত শিল্পী, কত কবি তৈয়ারী করিয়া আসিতেছে—এ কবির বিশেষত্ব এই যে ইনি ব্রজের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছেন। ব্রজেশ্বর শুধু গোপিকার ন'ন—কবি সেই রাখালরাজকে নিখিলরাজরূপে দেখিয়াছেন। কবির কবিতায় আধ্যাত্মিকতার রূপক আছে মানি—কিন্তু উহা বক্তৃতা নহে—কবিতা। কবি—বেমালুম জালিয়াৎ। ধর্ম্মকে এমন কর্ম্মজগতের উপযোগী সরস সরল স্বাভাবিক করা উচ্চ শ্রেণীর কবির কাজ—এ কবি তাই। কিন্তু কবির মনে রাখা উচিত—এইখানেই শেষ নহে—সুধু first divisionএ পাশ হইলে হবে না—বৃত্তি পাওয়া চাই। পথের শেষ নাই—অগ্রসর হইতে হইবে। কবির 'পর্ণপুটে' কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর যোগ্যতার বীজাণু বা জীবাণু দেখিয়া যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম—তেমনি গতানুগতিক দেখিয়া ক্ষোভে আঘাতও করিয়াছিলাম—উদ্দেশ্য ঘা, দিয়া কবিকে জাগান'। কবি স্নেহভরে অনেকবার কনিষ্ঠের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিয়াছে "পথ কোথায়?" আমি বলিয়াছিলাম—"পথ বাছিয়া লও।" কিন্তু এ কি? এত শীঘ্র এমন সুন্দর ভাবে কবি নিজের বাঁশীটি কুড়াইয়া আলাপ জুড়িয়া দিয়াছে—এতে শুধু আমাকে আকুল করে নাই—অবাক্ করিয়াছে।

এ কবির আধ্যাত্মিকতা নীরস যোগীর আত্মগত ধ্যান নহে—উহা মানবতার বিচিত্র রসে সরস, সজীব ও সার্থক। কবির "নরোত্তমে" উহা পরিস্ফুট ও প্রকট। অন্যান্য কবিতায়ও এ মহামানবতার ভাবই পরিস্ফুট। (ভারতবর্ষ অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

বল্লরী—(মূল্য ॥০, বাঁধাই ৸০)

কবির কুন্দ ও কিসলয়, দুই একত্রে দ্বিতীয় সংস্করণ।

কবির কুন্দ পাঠ করিয়া স্বর্গীয় মহাকবি **নবীনচন্দ্র সেন** বলিয়াছিলেন "কুন্দ পড়িলাম। ক্ষুদ্র অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতির জীবনৈশ্বর্য্য নিহিত থাকে, ক্ষুদ্র ডিম্বের মধ্যে যেমন পক্ষিরাজের গগনোন্মাথী বিক্রম ও প্রতাপ প্রচ্ছন্ন থাকে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তেমনি একজন ভবিষ্যতের সাহিত্যরথীর জীবনাঙ্কুর ও মুকুলিত শক্তি নিরীক্ষণ করিতেছি" **৺কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর** "তোমার কবিতা আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিল।" **৺ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**—"রস, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার সকলদিকেই তোমার বিশেষ দৃষ্টি আছে—আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘজীবী ও যশস্বী হও।" **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি**—"তোমার কুন্দ সুরভি ও সুন্দর শুভ্র ও নির্ম্মল।" **আচার্য্য চন্দ্রশেখর**—ইহার "মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্যবোধের"—**৺চন্দ্রনাথ বসু** ইহার "আন্তরিকতা, ভক্তিনিষ্ঠা ও হিন্দুভাবের," **অধ্যাপক যদুনাথ**—ইহার "ভাবের উৎকর্ষ ও অসাধারণতার," **৺দ্বিজেন্দ্রলাল** ইহার "ছন্দোমাধুর্য্যের ও ভাষাচাতুর্য্যের" ও **শ্রীযুক্ত শশধর রায়** ইহার "ভাবের গভীরতা ও মর্ম্মস্পর্শিতা'র প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কবির কিসলয় সম্বন্ধে **প্রবাসী** বলেন—"এই সকল ক্ষুদ্র কবিতায় কবিত্বের অবসর অতি অল্প। খুব বড় দক্ষ কারুকর ভিন্ন এই শ্রেণীর epigrammatic কবিতায় সাফল্য লাভ করিতে পারে না। নবীনকবি

কালিদাস এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বসংযোগে রসমধুর। বল্লরী সম্বন্ধে—ভারতীর মত,—"কবিতা-গুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয় ছন্দের অপরূপ লীলায় মনোহর; শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে, প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।"

মালঞ্চ—"প্রত্যেকটি হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, স্রোতের মত বেগবিশিষ্ট, তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ—অথচ সে ফলা বিষাক্ত নহে, যেখানে গিয়া লাগে সে স্থানকে আলোকিত করিয়া তুলে।"

হিতবাদী—"এই কবিতগুলির প্রধানগুণ এই যে, ইহা পাঠমাত্র বোধগম্য হয়, ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য অপূর্ব্ব। ইহা খাঁটী বাংলা ভাষাতেই রচিত" ইত্যাদি।

বসুমতী—"বল্লরী সম্বন্ধে কবির কথাতেই বলি—

মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেতপদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ালীন চন্দ্র আলোক আঁধার বক্ষে আঁকা,
হরিচন্দন রচনার সাথে যেন কালাগুরুমাখা।'"

বঙ্গসাহিত্যের পরমবন্ধু সাহিত্য বিলাসী সুধীবর ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয়ের পত্র।

"* * * আপনার পুস্তকদ্বয় উপহার পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত আপনার কবিতাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে পরম স্নেহভাজন যতীন্দ্রমোহনের নিকট কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি। আপনার পুস্তকগুলি পাঠ করিবার জন্য কতদিন হইতে আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। আপনি এবং আপনার ২।৩টি সহযোগী নূতন সম্প্রদায়ের কবিদের রচনায় রবিবাবুর প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ভিতরে দিব্য মৌলিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। আমার বড়ই ইচ্ছা ইহার সমালোচনা করি, সে ইচ্ছা যতীনের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।"

কালিদাস এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বসংযোগে রসমধুর। বল্লরী সম্বন্ধে—**ভারতীর মত,**—"কবিতাগুলির অধিকাংশই ভাবে স্নিগ্ধ, ভাষায় সুন্দর, ঝঙ্কারে রমণীয় ছন্দের অপরূপ লীলায় মনোহর; শব্দচয়নেও লেখকের দক্ষতা অপূর্ব্ব। এই তরুণ কবির কলঝঙ্কারে এমন একটা আন্তরিকতা আছে যে, প্রাণের তার সে ঝঙ্কারে সঘন স্পন্দিত হইয়া উঠে।"

মালঞ্চ—"প্রত্যেকটি হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল, স্রোতের মত বেগবিশিষ্ট, তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ—অথচ সে ফলা বিষাক্ত নহে, যেখানে গিয়া লাগে সে স্থানকে আলোকিত করিয়া তুলে।"

হিতবাদী—"এই কবিতগুলির প্রধানগুণ এই যে, ইহা পাঠমাত্র বোধগম্য হয়, ভাষা ও ছন্দের পারিপাট্য অপূর্ব্ব। ইহা খাঁটী বাংলা ভাষাতেই রচিত" ইত্যাদি।

বসুমতী—"বল্লরী সম্বন্ধে কবির কথাতেই বলি—

মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেতপদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ালীন চন্দ্র আলোক আঁধার বক্ষে আঁকা,
হরিচন্দন রচনার সাথে যেন কালাগুরুমাখা।"

বঙ্গসাহিত্যের পরমবন্ধু সাহিত্য বিলাসী সুধীবর ৺প্রিয়নাথ সেন মহোদয়ের পত্র।

"* * * আপনার পুস্তকদ্বয় উপহার পাইয়া আপ্যায়িত হইলাম। সাময়িক পত্রে প্রকাশিত আপনার কবিতাগুলি আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে পরম স্নেহভাজন যতীন্দ্রমোহনের নিকট কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছি। আপনার পুস্তকগুলি পাঠ করিবার জন্য কতদিন হইতে আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছি। আপনি এবং আপনার ২।৩টি সহযোগী নূতন সম্প্রদায়ের কবিদের রচনায় রবিবাবুর প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা হইলেও তাহাদের ভিতরে দিব্য মৌলিক সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত। আমার বড়ই ইচ্ছা ইহার সমালোচনা করি, সে ইচ্ছা যতীনের নিকট প্রকাশ করিয়াছি।"

পর্ণপুট।

(দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য ৸০ আনা)

পর্ণপুটে কবির নানাশ্রেণীর কবিতা আছে ; ৬টি পর্য্যায়ে বিভক্ত—১ম পর্য্যায়ে সত্যের রুদ্র ও শিব—এই দ্বিবিধ বিকাশের কথা ২য়ে—পল্লীগীতি, ৩য়ে প্রেমগীতি ৪র্থে বৃন্দাবনগীতি ৫মে বঙ্গমনীষিগণের প্রশস্তিমালিকা ৬ষ্ঠে বর্ণনাত্মক কবিতা। নব্যভারত—ভারতবর্ষ, আর্য্যাবর্ত্ত, যমুনা বিজয়া ইত্যাদি পত্রিকায় পর্ণপুটের প্রবন্ধাকারে অজস্র প্রসংসা প্রকাশিত হইয়াছিল। হিতবাদী বঙ্গবাসী বসুমতী, প্রবাসিনী ইত্যাদি সাপ্তাহিক পত্র মুক্তকণ্ঠে পুস্তকের প্রশংসা করিয়াছে ; সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জনদাস, "মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন ইত্যাদি মহাত্মাগণ পর্ণপুটের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইঁহাদের মতামত কবির অন্যান্য পুস্তকের শেষে সংযোজিত হইয়াছে।

পুস্তকগুলি চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জী,—মিত্র কোং, গুরুদাস লাইব্রেরী ইত্যাদি পুস্তকালয়ে ও উলীপুর (রঙ্গপুর)—শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের নিকট পাওয়া যায়।

অনিন্দ্যা—(স্ত্রীপাঠ্য ক্ষুদ্র উপন্যাস) ভাগলপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রণীত মূল্য ।৶০।

বারুণী—(ছোট গল্প সমষ্টি) শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষাল এম্, এ, বি এল প্রণীত ১৲।

বীথি—একতারা উজানী—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত মূল্য যথাক্রমে ৸০, ৷৷০, ।৶০।